বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন
২০২০-২১

খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন
২০২০-২১

খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম পি মাননীয় মন্ত্রী
উপদেষ্টা	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সচিব
চিফ ইনোভেশন অফিসার	জনাব ড. সালমা মমতাজ অতিরিক্ত সচিব

প্রণয়নে :

আহবায়ক	রায়না আহমদ উপ সচিব
সদস্য	আবদূর রহমান উপ সচিব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সদস্য	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব
সদস্য	মঞ্জুর আলম সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর
সদস্য সচিব	মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া সহযোগী গবেষণা পরিচালক এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
প্রকাশনায়	খাদ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	এক নজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়	১-০৯
২	উদ্ভাবনী ধারণার পটভূমি	১০
৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রম	১১
৪	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	১২-২৮
৫	সেবা সহজীকরণ	২৯-৫২
৬	রেপ্লিকেশন	৫৩-৬৫
৭	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী উদ্ভাবকগনকে খাদ্য সংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ পূর্বক প্রতিবেদন	৬৬-৭০
৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১	৭১-৭৪
৯	খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১	৭৫-৭৮
১০	নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১	৭৯-৮২

এক নজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার লক্ষ্যে ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্রিটিশ ভারতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ডিপার্টমেন্ট প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা চালুকরত দ্রুত উক্ত রেশনিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর ১৯৫৫ সালে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট বিলুপ্ত করা হলে এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৫৬ সালে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিভিল সাপ্লাই অবয়বে খাদ্য বিভাগ চালু করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাদ্য বিভাগ ইত্যাদি নামে পরিচালিত হতে থাকে। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি. তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২. ২০১২.৯৬ নং পত্র সংখ্যা দ্বারা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (১) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে ২টি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হলে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা
- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ
- মজুত রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত সংরক্ষণ
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কার্যক্রম।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য:

- সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

- দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্রত নিয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ ১৩-০৯-২০১২ তারিখের ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নং পত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ নামে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও বিলুপ্ত খাদ্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য জনবল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে অপরিবর্তিত রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও উন্নয়ন (২) সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং (৩) বাজেট ও অডিট এবং (৪) খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট নামে ৪টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ ১ জন অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ দুটি যুগ্ম-সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট একজন যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংক্ষেপে খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একমাত্র সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অবিভক্ত বাংলায় উদ্ভূত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Famine) মোকাবেলায় বর্তমানের খাদ্য অধিদপ্তর ঐ সময়ে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও প্রশাসন, সংগ্রহ, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, হিসাব ও অর্থ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের ফলে ৬টি পরিদপ্তর একীভূত হয়ে পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়।

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে মহাপরিচালককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পরিচালকবৃন্দের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারা দেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। দেশজুড়ে মোট ৫টি সাইলো, ১৩টি সিএসডি এবং ৬৩১টি এলএসডি আছে। এসকল খাদ্য গুদামের বর্তমান কার্যকরী ধারণক্ষমতা প্রায় ১৯.৫০ লক্ষ মে. টন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

সংক্ষেপে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুমোদন করেছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আইনের আলোকে এবং গৃহীত উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সব সময় এবং সকলের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষায় ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পৌঁছানো এ কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। জনগণের প্রত্যাশা এবং বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কর্তৃপক্ষ তার সকল সামর্থ্য নিয়ে এবং ঐকান্তিকতার সাথে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মত মহতি এ কাজে কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে।

খাদ্য নিরাপত্তায় অংশীদার মন্ত্রণালয়সমূহ:

- কৃষি মন্ত্রণালয়
- খাদ্য মন্ত্রণালয়
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- অর্থ মন্ত্রণালয়
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ:

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (এফএও)
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)
- জাতিসংঘ শিশু তহবিল)United Nations Children's Fund) বা ইউনিসেফ
- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি) United Nations Development Programme) বা ইউএনডিপি

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের আইএফএডি)

উদ্ভাবনের পটভূমি

উদ্ভাবন বা ইনোভেশন এর ধারণাটি মূলত বেসরকারি খাত থেকে এসেছে। সরকারি খাতে এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিব্যাপ্তি নিয়ে তাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন মত ও পর্যালোচনা রয়েছে। পৃথিবীব্যাপি সরকারি খাতে উদ্ভাবন বিষয়ক একক বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল অডিট অফিসের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বলতে বুঝানো হয়েছে;

- অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা দেশ হতে কোন সৃজনশীল চর্চা নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা; অথবা
- সম্পূর্ণ নতুন একটি চর্চার অবতারণা করা; যা প্রশাসনিক পদ্ধতি অথবা সেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

  এটি ছোটখাট পরিবর্তন হতে পারে যা ক্রমাগতভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

আইডিইও (www.ideo.org) এর মতে, উদ্ভাবন বলতে কোন পণ্য বা পদ্ধতি বা সেবার উন্নয়ন বা অভিযোজন বা প্রবর্তন বোঝায় যা জনগণের জন্য নতুন সুবিধা বা উপকার তৈরি করে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগে সৃজনশীলতা প্রয়োজন। তবে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন এক নয়। যেখানে সৃজনশীলতা প্রধানত মনোজাগতিক ও ধারণা কেন্দ্রিক সেখানে উদ্ভাবন প্রয়োগিক বা চর্চা কেন্দ্রিক। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বলতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার এমন কোন পরিবর্তনের সূচনা করা যার ফলে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের আগের তুলনায় সময়, খরচ ও অফিস যাতায়াত সাশ্রয় হয়।

তবে বিদ্যমান চর্চার পরিবর্তন হোক বা অন্যত্র থেকে নিজ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা চর্চা হোক বা সম্পূর্ণ নতুন কোন চর্চা হোক না কেন, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন এমন একটি বিষয় যা নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থায় সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুনভাবে জনসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি। ইনোভেশন নির্দিষ্ট একক কোন সরল রেখায় চলেনা। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং সফলতা উভয়েরই সমান সুযোগ রয়েছে।

সরকারিখাতে উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি

সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, গণকর্মচারীগণের দক্ষতা, প্রণোদনা, এবং ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা-কে জরুরী বলে মনে করা হয়। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান কমিশন নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের পরামর্শ প্রদান করে—

- উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সক্রিয় সম্পৃক্তি;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য প্রণোদনা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিকল্পনায় সেবাগ্রহীতার সম্পৃক্তি; এবং
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন।

উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আর উদ্ভাবনের সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বা টিম লিডারের অবশ্যই সরকারি খাতে উদ্ভাবন সম্পর্কে, উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে, অভীষ্ট গোষ্ঠীর সমস্যা ও চাহিদা, এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্যের আলোকে কোথায় কখন উদ্ভাবন দরকার সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা থাকা দরকার।

সরকারিখাতে উদ্ভাবনের ক্ষেত্র ও জীবনচক্র

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম;

- সরকারি কর্মপদ্ধতিতে উদ্ভাবন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতার বৃদ্ধি;
- পণ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবাগ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন; এবং
- নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন।

উদ্ভাবনের নিম্নরূপ একটি জীবনচক্র রয়েছে

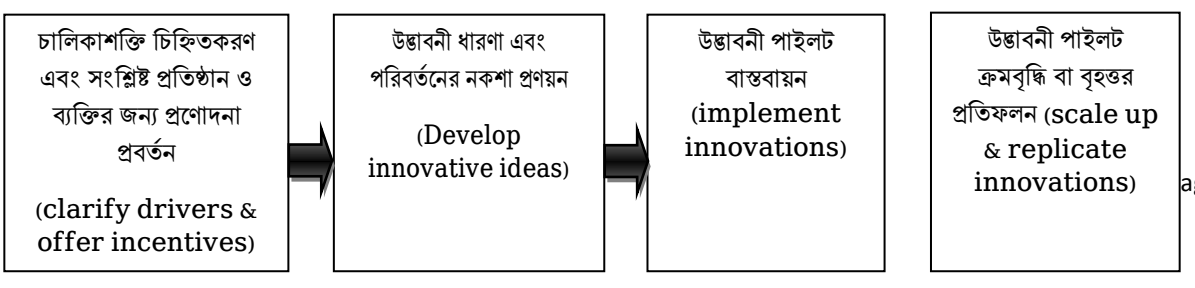

চা

যেহেতু নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যাচাই-বাছাই করা হয় সেহেতু এর প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতার ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক। ইনোভেশনের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঝুঁকি মোকাবেলার প্রবণতা/মানসিকতা থাকতে হয়।

উদ্ভাবনের প্রতিবন্ধকতা

সরকারিখাতে উদ্ভাবনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমলাতন্ত্রের ঐতিহ্যগত স্থিতাবস্থা প্রবণতা এবং ঝুঁকি বিমুখতা। সরকারি কাজে পূর্ববর্তীতাকে অনুসরণ করা হয় আর সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং ব্যর্থতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর গণকর্মচারীগণের সামাজিকীকরণ সেভাবেই করা হয়েছে। তাঁরা নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর সচ্ছন্দ; যা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। এছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে সাহসিকতা এবং সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য পৃথক কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নাই। সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বিষয়ক এক গবেষণায় এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে—

- সম্পদের অপ্রতুলতা;
- উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সমর্থনের অভাব;
- নতুন উদ্যোগে কর্মচারীগণের বাধা প্রদান;
- সেবাগ্রহীতার অজ্ঞতা বা পশ্চাৎপদতা;
- আইনগত জটিলতা; এবং
- ঝুঁকি গ্রহণ না করার প্রবণতা।

উদ্ভাবনে সফলতার উপায়

যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবাকে মানসম্মত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব। উদ্ভাবনে সফলতার প্রধান উপায়গুলো হচ্ছে-

- যোগ্য ও কার্যকরী নেতৃত্ব;
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ সমর্থন;
- উদ্ভাবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা;
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে নিজ প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলা;
- ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা;
- কনিষ্ঠ সহকর্মীদের উদ্ভাবনী ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করা ;
- প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা, হোক তা আর্থিক বা অন্য যে কোন ধরনের স্বীকৃতি;
- সর্বোপরি, জনসুবিধা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আর উদ্ভাবনী উদ্যোগে জনসম্পৃক্তির মানসিকতা।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রম

জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা এবং খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটি সংস্থা রয়েছে, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আওতায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সংগ্রহ, খাদ্যশস্য আমদানি বা বাজারের সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের যথাযথ নির্দেশনায় গৃহীত যথাযথ পদক্ষেপের কারণে এ মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সেবাসমূহ জনগণের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্ভাবন সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে এ মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো

১. নিজ অফিসের সেবা সহজিকরণ বা সেবায় উদ্ভাবন

মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ সহজে প্রাপ্তির এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সহজে জানার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি "ফ্রন্টডেস্ক" স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ে আগত দর্শনার্থীদের বসার সুবিধার জন্য একটি অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। সময় ও চাহিদার সাথে সমন্বয় করে কর্মবন্টন পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।

২. ই- সেবা

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা (মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত সকল ছুটি অনলাইনে সম্পাদন) চালু করা হয়েছে । মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের সকল প্রকার ছুটি অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে।

৩. ই- ফাইলিং সম্প্রসারণ

গত ১৬-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে সকল শাখায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

৪. উদ্ভাবন ধারণা ব্যবস্থাপনা ও স্কেলআপ

উদ্ভাবন ধারণা আহবান করে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্ভাবন ধারণা আহবান করে ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে এবং অধিদপ্তরে মেন্টর নিয়োগ করা হয়েছে। মেন্টরগণ উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বা কোন অসুবিধা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে সহায়তা করছে। মন্ত্রণালয়ে ০১ (এক) টি আইডিয়া বক্স স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত মাসিক ইনোভেশন কমিটির সভায় ইনোভেশন বক্স থেকে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অনলাইনে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে একটি প্ল্যাটফর্ম/মেনু প্রবর্তন করা হয়েছে। যে কেহ উক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করতে পারেন।

৫. অধঃস্তন অফিসের ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ইনোভেশন কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ইনোভেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

৬. প্রশিক্ষণ

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন কর্মকর্তাগণকে ০২ (দুই) দিনব্যাপী ইনোভেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণকে ২ দিনের ই - ফাইলিং এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। a2i কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণে কর্মকর্তার মনোনয়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৭. ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে পৃথক কোড (৪৮২৯- গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়) খোলা হয়েছে ।

৮. পুরস্কার প্রদান

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের ইনোভেটরগণকে নানারূপ প্রণোদনা দানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৯. পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাছাড়া উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে এটুআই এর কর্মকর্তাগণের পরামর্শ ও সহায়তা নেয়া হচ্ছে।

১০. সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া এবং মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসহ সার্বিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অধিনস্থ দপ্তরসমূহের ফেইজবুক লিংক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mofood.gov.bd) সংযুক্ত করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

১। চিহ্নিত সেবার নাম: এলএসডি/সিএসডির খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং।

খ. সেবা গ্রহণকারী কারা?

এলএসডি/সিএসডির খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক)।

ক. সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?

খাদ্য গুদামের মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক) এলএসডি/সিএসডিতে গিয়ে অফিস হতে খামাল কার্ড নিয়ে গুদামে প্রবেশ করে খামালে মজুদ খাদ্যশস্য যাচাই করেন। এলএসডি/সিএসডি হতে উপজেলা ও জেলা অফিসে দৈনিক পণ্য ও প্রকার ভিত্তিক মোট মজুদের তথ্য প্রেরণ করা হয়। গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক মজুদের তথ্যের প্রয়োজন হলে এলএসডি/সিএসডি হতে পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

খ. চিহ্নিত সেবা প্রদান করা/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহিতাদের ভোগান্তি/ সমস্যার কারণে সৃষ্ট ফলাফল
একটি এলএসডি/সিএসডির কোন গুদামে কতটি খামাল কোন অবস্থানে আছে তা সরেজমিন গুদামে না গিয়ে জানা যায় না	ডিজিটাল মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকা	খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে অসুবিধা
প্রায়শঃ খামাল কার্ডে খামালের অবস্থান মার্ক করা হয়না	অনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য	ওয়ারেন্টি ভঙ্গ করে খাদ্যশস্য বিতরণের সুযোগ নেয়া
ধান সংগ্রহ কার্যক্রমে পেপার ট্রানজেকশনের অভিযোগ উত্থাপন হয়	জেলা/উপজেলা কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক গুদামে অবস্থান করা সম্ভব হয়না	সংগ্রহ কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগ
পুরাতন খাদ্যশস্যের খামালকে নতুন খামাল হিসেবে প্রদর্শন করা	খামাল কার্ডে অবস্থান মার্ক করা হয়না	সংগ্রহ/বিলি-বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম সংঘটিত হওয়া

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how much, what and why?)

গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি মাসে ০৮ বার এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি দুই মাসে জেলার সকল এলএসডি পরিদর্শন করার নির্দেশনা রয়েছে। বাস্তবে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে ০২ বার এলএসডির সবকয়টি গুদামের খামালে মজুদ খাদ্যশস্য যাচাই করেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি দুই মাসে একবার একটি এলএসডি পরিদর্শন করেন। বাস্তবে গুদামে প্রবেশ না করে এলএসডির কোন খামালে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ আছে তা জানার সুযোগ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে খামালের অবস্থান মার্ক করা হয়না, যার দরুণ ওয়ারেন্টি ভঙ্গ করে খাদ্যশস্য বিতরণের সুযোগ থেকে যায়। ধান-চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুদামে বিদ্যমান খাদ্যশস্যের খামালকে নতুন সংগৃহীত খামাল হিসেবে প্রদর্শন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রত্যহ একটি গুদামের কোন খামালে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রবেশ করছে/বের হচ্ছে বাস্তবে গুদামে না গিয়ে যাচাই করা যায়না। খামাল কার্ডসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি সংশ্লিষ্ট এলএসডি/সিএসডিতে সংরক্ষণ হওয়ায় গুদামে অস্বাভাবিক ট্রানজেকশন হলে মনিটরিং কর্মকর্তার তা তাৎক্ষণিক চিহ্নিত করার সুযোগ থাকেনা।

সমস্যার ভুক্তভোগী কারা?

সুবিধাভোগীর ধরণ	পাইলটিং এলাকা	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		বছর (২০২০)	বছর (২০২১)	বছর (২০২২)	বছর (২০২৩)
গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক)	১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি ২. চান্দুরা এলএসডি, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-	-	-	-

সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনাম:

এলএসডি/সিএসডির খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং।

সমাধান প্রক্রিয়া

ক. আইডিয়ার বিবরণ:

খাদ্য গুদামের খামাল ব্যবস্থাপনা' নামে একটি সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়। সফট্ওয়্যারে জেলা ভিত্তিক সকল এলএসডির নাম এন্ট্রি করা হয়। একটি এলএসডির গুদাম সংখ্যা, ধারণক্ষমতার তথ্য এন্ট্রি করে এলএসডি ক্যাম্পাসের লে-আউট তৈরি করা হয়। লে-আউটে এলএসডির

বাস্তব গুদামের অবস্থান, ধারণক্ষমতা এর ন্যায় গুদামের অবস্থান সেট করা হয়। ৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার একটি গুদামে ০৬টি ও ১০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার একটি গুদামে ১২টি খামালের ফিল্ড তৈরি করা হয়। এলএসডির কোন গুদামে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি হলে সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা সিস্টেম এ লগইন করে এফ.এস-১/২/৩... নির্বাচন করে খামালের অবস্থান চিহ্নিত করে খামাল কার্ডের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পর ভার্চুয়াল খামাল তৈরি হয়। খামাল হতে খাদ্যশস্য ডেসপাচ/বিতরণ করা হলে এফ.এস নম্বর ও খামালের অবস্থান চিহ্নিত করে খামাল হতে খাদ্যশস্য মাইনাস করা হয়। খামালের ডিজাইন বার ডায়াগ্রামের মতো হয়। খামালে খাদ্যশস্য প্রবেশ করলে বারটি ফিল হয়, খাদ্যশস্য আউট হলে বারটি ক্রমান্বয়ে ব্ল্যাংক হয়। সিস্টেম এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খামাল কার্ড তৈরি করা যায়। খামালের ওয়ারেন্টি ব্র্যাক আপ পরিহার করার জন্য একটি গুদামে খামালের অবস্থানসমূহে ক্রমান্বয়ে খামাল গঠন করা হয়। উদাহরণস্বরুপ: একটি গুদামে ০৪টি খামাল গঠন হলে এবং ০১ নং খামালটি বিতরণ হয়ে ০২ নং খামাল বিতরণাধীন থাকলে, এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ০৫ নং পজিশনে খামাল গঠন করতে হয়। ইচ্ছা করলেও ০১ নং পজিশনে খামাল গঠন করা যায়না, কারণ সিস্টেম এটি অ্যালাউ করেনা।

গুদাম কর্মকর্তা অফিসে/দূরে অবস্থান করেও একটি গুদামে খামাল সংখ্যা, খামালওয়ারী খাদ্যশস্যের পরিমাণ, খামালের অবস্থান, নির্মাণাধীন ও বিতরণাধীন খামাল মনিটর করতে পারেন। উপজেলা কর্মকর্তা তার আওতাধীন এক/একাধিক এলএসডি এবং জেলা কর্মকর্তা জেলার সকল এলএসডির মজুদ সার্বক্ষণিক মনিটর করতে পারেন। উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তা এলএসডি পরিদর্শনে গিয়ে সিস্টেমের সাথে বাস্তব মজুদ যাচাই করে দেখেন এবং বাস্তব পরিদর্শনে প্রাপ্ত ফলাফল সফট্ওয়ারে এন্ট্রি করেন। খাদ্যশস্য সংগ্রহ মৌসুমে সিস্টেম এ কোন এলএসডিতে খাদ্যশস্য ট্রানজেকশনে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে জরুরীভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলএসডি পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য অধিদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সিস্টেম এ লগইন করে যেকোন জেলার যেকোন এলএসডি/সিএসডির গুদামসমূহের রিয়েল টাইম খামালওয়ারী মজুদ ও খাদ্যশস্যের ট্রানজেকশন মনিটরিং করতে পারেন।

গ. উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কি?

১) মনিটরিং কর্মকর্তা অফিসে/দূরে অবস্থান করেও এলএসডি/সিএসডির গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক মজুদ ও ট্রানজেকশন মনিটর করতে পারেন।
২) ভার্চুয়াল এলএসডি ক্যাম্পাস তৈরি করা হয়।
৩) সিস্টেম হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খামাল কার্ড তৈরি করা যায়।

ঘ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হার্ডওয়্যার/ সরঞ্জমাদি/ অবকাঠামো লাগবে?

১. কম্পিউটার- ০২টি ২. সফট্ওয়্যার- ০১টি ৩. ইন্টারনেট কানেকশন

ঙ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে? (সফটওয়্যার তৈরি, ডাটাবেজ তৈরি, এসএমএস বান্ডিল ক্রয় ইত্যাদি)

১. সফট্ওয়্যার তৈরি করা।
২. সফট্ওয়্যারে এলএসডির গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি করে ক্যাম্পাস ও গুদামের খামালের লে-আউট তৈরি করা।
৩. এলএসডির কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ. নতুন প্রসেস ম্যাপ:

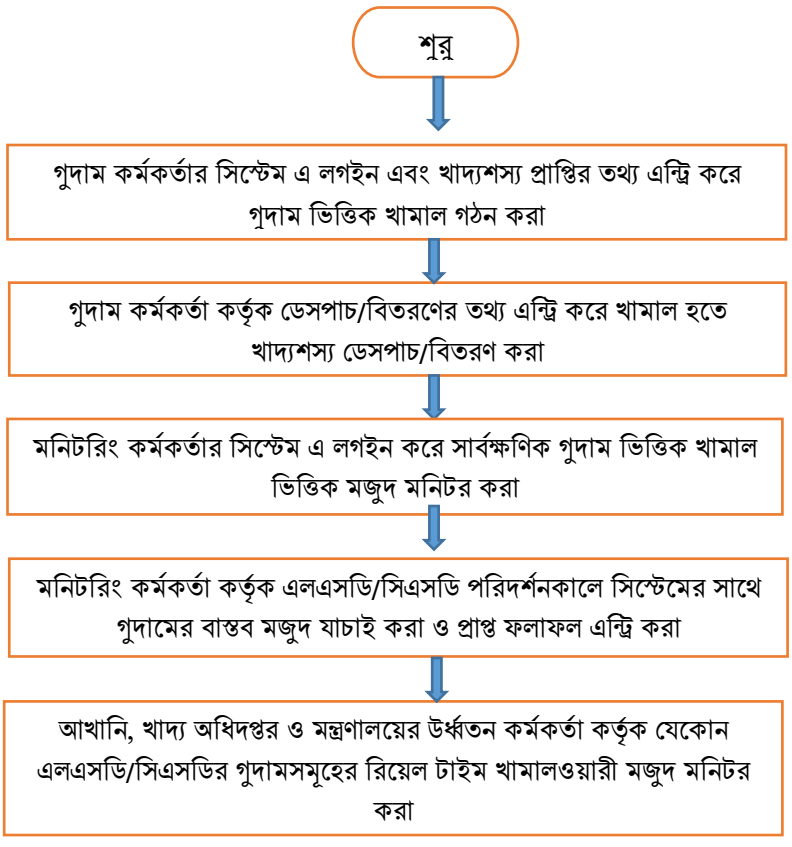

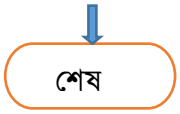

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৪-৫ ঘন্টা	৯০০-১০০০ টাকা	৩-৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১৫-২০ মিনিট	৫০-৬০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৩.৪৫-৪.৪০ ঘন্টা	৮৫০-৯৪০ টাকা	১-২ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১. মনিটরিং কর্মকর্তা অফিসে/দূরে অবস্থান করেও এলএসডি/সিএসডির গুদাম ভিত্তিক খামাল ভিত্তিক মজুদ ও ট্রানজেকশন মনিটর করতে পারেন। ২. ওয়ারেন্টি ভঙ্গ করে খাদ্যশস্য বিতরণ করার ঘটনা হ্রাস পায়। ৩. খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম হ্রাস পায়।		

ইন্টারনাল/অন্তঃস্থ সদস্য:

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ নুর আলী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	কাউসার সজীব উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ আবু কাউছার সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি।	মোঃ আফসার উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চান্দুরা এলএসডি, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

রিসোর্স ম্যাপ:

খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ (নাম ও পরিমান)	প্রয়োজনীয় অর্থ	কোথা হতে পাওয়া যাবে/ অর্থের উৎস
জনবল	১০ জন	বিদ্যমান জনবল	খাদ্য অধিদপ্তর
কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফট্ওয়্যার ও কম্পিউটার)	কম্পিউটার ও ইন্টারনেট কানেকশন সফট্ওয়্যার - ০১টি	বিদ্যমান আলোচনা সাপেক্ষ	খাদ্য অধিদপ্তর
অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	১. প্রশিক্ষণ ২. সভা ৩. প্রচারণা ৪.মূল্যায়ন	১০,০০০+৫,০০০+ ১৫,০০০+১০,০০০ = ৪০,০০০/-	খাদ্য অধিদপ্তর
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		**৪০,০০০/-**	**খাদ্য অধিদপ্তর**

সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা:

- **ধরণ:** গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ) ।
- **সংখ্যা:** প্রযোজ্য নয়।

ক. ঝুঁকি:

ঝুঁকি	ঝুঁকির উৎস	ঝুঁকির ধরণ (gravity)			ঝুঁকির সম্ভাবনা (probability)			ঝুঁকিটি নিরসন করা সম্ভব কিনা		কিভাবে নিরসন করা হবে
		উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	হ্যাঁ	না	
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফট্ওয়্যার তৈরি করা	সফট্ওয়্যার তৈরির প্রতিষ্ঠান		মধ্যম			মধ্যম		হ্যাঁ		টিম লিডার+সদস্য+ মেন্টর এঁর সহযোগিতায়

খ. আপনার উদ্ভাবনী আইডিয়াটি এসডিজি (SDG) কোন কোন লক্ষ্য ও সূচকের সাথে সম্পৃক্ত?

এসডিজি গোল-২: জিরো হাঙ্গার (ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার)।

লক্ষ্যমাত্রা-২.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠি, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।

সূচক-২.১.২: খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে জনগণের মাঝে মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা।

উদ্ভাবকের তথ্য

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা
সুবীর নাথ চৌধুরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮	subir31st@gmail.com	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি ও চান্দুরা এলএসডি, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com
মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

২। চিহ্নিত সেবার নাম: চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়।

সেবা গ্রহণকারী কারা?

খাদ্য বিভাগের মিলিং লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকল মালিকগণ যারা সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সরকারি গুদামে চাল সরবরাহ করে।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?

খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চালকলের লাইসেন্সের জন্য চালকল মালিকগণ আবেদন করেন। তাদের আবেদনের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চালকল পরিদর্শণ করেন। চালকলের অবস্থান, চালকলের সাধারন তথ্য, বিদ্যুৎ সংযোগ, বয়লারের তথ্য, চিমনীর তথ্য, চাতালের তথ্য, স্টীপিং হাউসের তথ্য, মিলের গুদামের তথ্য, রাবার শেলার ও রাবার পলিশার আছে কিনা? প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে মিলের প্রকৃত পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ এর আলোকে নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে। সেই মতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমিটি চালকল পরিদর্শণ করে একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করেন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালকলের লাইসেন্স ইস্যু করেন।

চালকল সমূহ প্রধানত দুই ধরণের হাস্কিং ও অটোমেটিক। হাস্কিং চালকল আবার রাবার শেলার যুক্ত ও রাবার শেলার বিহীন। সংগ্রহ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ০১/০১/২০০৩ খ্রি: তারিখের সপ/সংগ্রহ আমন-১/২০০২-২০০৩/০২ (৫৭৫) নং স্মারকের মাধ্যমে দেশের হাস্কিং মিলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সার্বজনীন একটি পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। যেখানে একটি হাস্কিং

মিলের চারটি মূল অংশ যথা গুদাম, চাতাল, স্টীপিং হাউস, বৈদ্যুতিক মটর ও সংযুক্ত হলারের সক্ষমতা আলাদাভাবে নির্ণয়ের সূত্রসহ ফরম সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে যেটার সক্ষমতা কম তাকেই উক্ত মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ফলে হাস্কিং মিল সমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি চালু হয়।

কিন্তু অটেমেটিক চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর সংগ্রহ বিভাগের ২৬/১০/২০১০ খ্রি: তারিখের সপ/সংগ্রহ-৭/২০০৯/১৯৬৩(৬) নং স্মারকের মাধ্যমে অটোমেটিক চাল কল সমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারনের জন্য হাস্কিং মিল সমূহের মতো করে অটোমেটিক মিল সমূহের সুনির্দিষ্ট কোন ছক বা সূত্র নেই। ফলে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা বা ভুল হওয়ার অবকাশ থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়। সে জন্য স্বয়ংক্রিয় চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য অনলাইন সফটওয়্যার প্রয়োজন।

চিহ্নিত সেবা প্রদান করা/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহিতাদের ভোগান্তি/ সমস্যার কারণে সৃষ্ট ফলাফল
ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়।	ডিজিটাল পদ্ধতি না থাকা।	প্রকৃত চালকল মালিকগণ চালকলের সঠিক ছাঁটাই ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হন।
কোন কোন চালকলকে বাড়তি সুবিধা দেয়ার সুযোগ থাকে।	অনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য	কিছু কিছু চালকল সরকারে সংগ্রহ কার্যক্রমে চাল সরবরাহের সঠিক বরাদ্দ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়।
অচল বা নাম সর্বস্ব চালকল বাতিল করা বা সঠিক পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে সমস্যা থাকে।	জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাগণ অচল চালকল বাতিল করা বা সঠিক পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে সিদ্ধান্ত নিতে বাধাঁর সম্মূখীণ হন।	সঠিক ও বিনির্দেশকৃত চাল পেতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
মিলিং লাইসেন্স নবায়নে চালকল পরিদর্শনে সঠিক তথ্যের ঘাটতি।	ম্যানুয়ালী পরিদর্শণে চালকলের হালনাগাদ সকল তথ্য দেখা সম্ভব হয় না বা চালকলসমূহ সরবরাহ করেনা।	ফলে অচল বা নাম সর্বস্ব চালকলের তালিকাভুক্ত থাকার যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how much, what and why?)

খাদ্য বিভাগ আমন ও বোরো দুইটি মৌসুমে সরকার চাল সংগ্রহ করেন। লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকল মালিকগণ সরকারের নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য গুদামে চাল সরবরাহ করার জন্য খাদ্য বিভাগের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ-অনুযোগ পাওয়া যায় আবার ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়। আবার ম্যানুয়ালী করার কারণে কোন কোন চালকলকে বাড়তি সুবিধা দেয়ার সুযোগ থাকে। অচল বা নাম সর্বস্ব চালকল বাতিল করা বা সঠিক পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণে সমস্যা থাকে। মিলিং লাইসেন্স নবায়নে সঠিক তথ্যের ঘাটতি থাকে। ফলে প্রকৃত চালকল মালিকগণ চালকলের সঠিক ছাঁটাই ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হন। কিছু কিছু চালকল সরকারে সংগ্রহ কার্যক্রমে চাল সরবরাহের সঠিক বরাদ্দ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। সঠিক ও বিনির্দেশকৃত চাল পেতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অচল বা নাম সর্বস্ব চালকলের তালিকাভুক্ত থাকার যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সমস্যার ভুক্তভোগী কারা?

সুবিধাভোগীর ধরণ	পাইলটিং এলাকা	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		বছর (২০২০)	বছর (২০২১)	বছর (২০২২)	বছর (২০২৩)

লাইসেন্সধারী চালকল বা নতুন চালকল সমূহ, উপজেলা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য বিভাগ স্বয়ং	আমন/২০২০-২১ মৌসুমে নিম্নবর্ণিত ১৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনা করা হয়। বোরো/২০২১ মৌসুমে মোট ৩৪টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনা করা হচ্ছে। তালিকা নিম্নে সংযুক্ত।	-	-	-	-

আমন/২০২০-২১ মৌসুমে নিম্নবর্ণিত ১৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়:

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	ঢাকা	১।	সাভার	রাজশাহী	নওগাঁ	১০।	নওগাঁ সদর
	গাজীপুর	২।	গাজীপুর সদর		বগুড়া	১১।	বগুড়া সদর
	ফরিদপুর	৩।	ফরিদপুর সদর	রংপুর	রংপুর	১২।	রংপুর সদর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৪।	ময়মনসিংহ সদর		দিনাজপুর	১৩।	দিনাজপুর সদর
	জামালপুর	৫।	জামালপুর সদর	খুলনা	ঝিনাইদহ	১৪।	ঝিনাইদহ সদর
	শেরপুর	৬।	শেরপুর সদর		যশোর	১৫।	যশোর সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	সিলেট	হবিগঞ্জ	১৬।	হবিগঞ্জ সদর
	কুমিল্লা	৮।	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ		মৌলভীবাজার	১৭।	মৌলভীবাজার সদর
বরিশাল	বরিশাল	৯।	বরিশাল সদর	বরিশাল	ভোলা	১৮।	ভোলা সদর

বোরো'২০২১ মৌসুমে পুর্বের ১৮টিসহ নিম্নবর্ণিত ১৬টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়:

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	টাংগাইল	১।	টাংগাইল সদর	রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	কিশোরগঞ্জ	২।	কিশোরগঞ্জ সদর		বগুড়া	১০।	শাজাহানপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৩।	গৌরীপুর	রংপুর	গাইবান্ধা	১১।	গাইবান্ধা সদর
	নেত্রকোনা	৪।	নেত্রকোনা সদর		ঠাকুরগাঁও	১২।	ঠাকুরগাঁও সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫।	কসবা	খুলনা	সাতক্ষীরা	১৩।	সাতক্ষীরা সদর
	কুমিল্লা	৬।	বুড়িচং		কুষ্টিয়া	১৪।	কুষ্টিয়া সদর
বরিশাল	ঝালকাঠী	৭।	নলছিটি	সিলেট	সিলেট	১৫।	সিলেট সদর
	পটুয়াখালী	৮।	পটুয়াখালী সদর		সুনামগঞ্জ	১৬।	সুনামগঞ্জ সদর

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আদেশ:

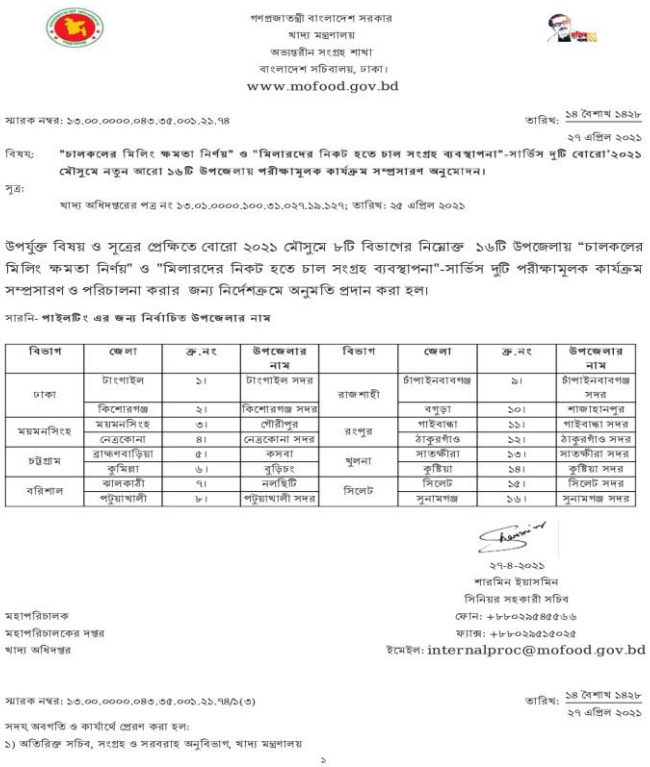

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২১.৭৪ তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪২৮ / ২৭ এপ্রিল ২০২১

বিষয়: **"চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়" ও "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা"-সার্ভিস দুটি বোরো'২০২১ মৌসুমে নতুন আরো ১৬টি উপজেলায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ অনুমোদন।**

সূত্র:
খাদ্য অধিদপ্তরের পত্র নং ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.১২৭; তারিখ: ২৫ এপ্রিল ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বোরো ২০২১ মৌসুমে ৮টি বিভাগের নিম্নোক্ত ১৬টি উপজেলায় "চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়" ও "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা"-সার্ভিস দুটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনা করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হল।

সারনি- **পাইলটিং এর জন্য নির্বাচিত উপজেলার নাম**

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	টাংগাইল	১।	টাংগাইল সদর	রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	কিশোরগঞ্জ	২।	কিশোরগঞ্জ সদর		বগুড়া	১০।	শাজাহানপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৩।	গৌরীপুর	রংপুর	গাইবান্ধা	১১।	গাইবান্ধা সদর
	নেত্রকোনা	৪।	নেত্রকোনা সদর		ঠাকুরগাঁও	১২।	ঠাকুরগাঁও সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫।	কসবা	খুলনা	সাতক্ষীরা	১৩।	সাতক্ষীরা সদর
	কুমিল্লা	৬।	বুড়িচং		কুষ্টিয়া	১৪।	কুষ্টিয়া সদর
বরিশাল	ঝালকাঠী	৭।	নলছিটি	সিলেট	সিলেট	১৫।	সিলেট সদর
	পটুয়াখালী	৮।	পটুয়াখালী সদর		সুনামগঞ্জ	১৬।	সুনামগঞ্জ সদর

২৭-৪-২০২১
শারমিন ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫৪৫৫৬৬
ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইমেইল: internalproc@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক
মহাপরিচালকের দপ্তর
খাদ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২১.৭৪/১(৩) তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪২৮ / ২৭ এপ্রিল ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২০.১৭৯ তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: **"মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সার্ভিস টি আমন/২০২০ মৌসুমে ১৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালনার অনুমোদন।**

সূত্র: ১৩.০১.০০০০.১০০.৩১.০২৭.১৯.২১৪ ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমন/২০২০ মৌসুমে নিম্নে উল্লিখিত ১৮টি উপজেলায় "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সার্ভিসটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার করার অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো:

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	ঢাকা	১।	সাভার	রাজশাহী	নওগাঁ	১০।	নওগাঁ সদর
	গাজীপুর	২।	গাজীপুর সদর		বগুড়া	১১।	বগুড়া সদর
	ফরিদপুর	৩।	ফরিদপুর সদর	রংপুর	রংপুর	১২।	রংপুর সদর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৪।	ময়মনসিংহ সদর		দিনাজপুর	১৩।	দিনাজপুর সদর
	জামালপুর	৫।	জামালপুর সদর	খুলনা	ঝিনাইদহ	১৪।	ঝিনাইদহ সদর
	শেরপুর	৬।	শেরপুর সদর		যশোর	১৫।	যশোর সদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	সিলেট	হবিগঞ্জ	১৬।	হবিগঞ্জ সদর
	কুমিল্লা	৮।	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ		মৌলভীবাজার	১৭।	মৌলভীবাজার সদর
বরিশাল	বরিশাল	৯।	বরিশাল সদর	বরিশাল	ভোলা	১৮।	ভোলা সদর

০২। "মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সার্ভিসটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

১০-৯-২০২০
শারমিন ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮০২৯৫১৪২৬৭
ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইমেইল: info@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২০.১৭৯/১(২) তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১

বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com

৩। চিহ্নিত সেবার নাম: জামানত পদ্ধতির আধুনিকায়ন

সেবা গ্রহণকারী কারা?: বাংলাদেশ সরকার/মিলার/ডিলার/ ঠিকাদার

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয় (বিদ্যমান পদ্ধতি):

১. বিদ্যমান পদ্ধতিতে মিলারগণ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জামানত প্রদান করেন। যা, সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে ফেরত প্রদান করা হয়।

২.ধান ছাঁটাইয়ের বিপরীতে জামানত ১১০% ; চালের ক্ষেত্রে ২%; ৩০ কেজি বস্তা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৬০ টাকা এবং ৫০ কেজি বস্তা প্রতিটি বাবদ ৮০ টাকা হারে জামানত নেয়া হয়।

৩. ডিলার ও ঠিকাদার এর নিকট হতে নিয়োগ আদেশ/কার্যাদেশ দেয়ার পূর্বে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত নেয়া হয় এবং কাজ শেষে ফেরত প্রদান করা হয়। ডিলার এর জামানত অনির্দিস্ট কাল ধরে নথিজাত হয়ে পড়ে থাকে।

৪. জামানতের অর্থের সময় মূল্য (Time Value) বিভিন্ন ব্যাংক ভোগ করে এবং দায়-দায়িত্ব খাদ্য বিভাগ বহন করে।

খ.চিহ্নিত সেবাটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যার মূল কারণ ও ভোগান্তিঃ

চিহ্নিত সেবার মূল কারণ	সমস্যার পিছনে মূল কারণ সমূহ	সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১) ব্যবস্থাপনার সকল ধাপ ম্যানুয়ালি সম্পাদিত হওয়ায় দীর্ঘ সময় এবং	১। নথিতে ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার সংরক্ষন।	১) মিলারকে জামানত বাবদ ০৪ (চার) বার ভিজিট করতে হয়: ০২(দুই) বার জেলা খাদ্য

কর্মঘন্টার অপচয়। ২) মিলার মারা গেলে জামানত অবমুক্ত করতে কেউ আবেদন না করলে দীর্ঘদিন নথিজাত হয়ে জামানত পড়ে থাকে। এতে পোকাক্রমণ ও হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ৩) লোকবলের অভাবে জামানত যাচাই সঠিকভাবে না হলে জালিয়াতি হওয়ার আশংকা থাকে। ৪) একজনের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার অন্য ব্যক্তির উত্তোলন করার নজির রয়েছে।	২। প্রচলিত ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের ব্যবহার। ৩। ম্যানুয়াল ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার যাচাই পদ্ধতি ৪। ভূয়া স্বাক্ষরের মাধ্যমে জামানত তছরুপের সুযোগ। ৫। ভূয়া জামানত প্রদানের সুযোগ। ৬। চালকলে ৩য় পক্ষ কর্তৃক জামানত জমা ও উত্তোলনের সুযোগ।	নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং ০২(দুই) বার ব্যাংকে। ২) ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারে অতিরিক্ত ফি প্রয়োজন হচ্ছে। ৩) জামানত নথিতে সংরক্ষণের ফলে নথি হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। মিলারগণ ও হয়রানির স্বীকার হয়। ৪) ড্রাফট/ পে-অর্ডার করার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যাংকে অপেক্ষা করতে হয়। ৫) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জামানত রক্ষিত হলেও মূল অর্থ সংশ্লিস্ট ব্যাংকে থাকে। ফলে, উক্ত বিপুল পরিমান অর্থের (প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা) লভ্যাংশ বিভিন্ন ব্যাংক ভোগ করে।

সমস্যা, সমস্যার কারণ ও এর প্রভাব/ভোগান্তি সম্পর্কে বিবৃত্তিঃ

"অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা ,২০১৭" এর অনুচ্ছেদ ১০(খ) অনুযায়ী চাল সংগ্রহ মূল্যের ২% জামানত এবং ন্যূনতম ১ কিস্তি পরিমাণ চাল বস্তাবন্দির জন্য (প্রতি বস্তায় ৩০/৫০ কেজি হারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তায় সরকারি মূল্যের ১০০% জামানত বাবদ"আলাদা দুটি পে-অর্ডার /ব্যাংক ড্রাফটের কথা উল্লেখ রয়েছে ।অনুচ্ছেদ ২১ (ক) অনুযায়ী ধানের সংগ্রহ মূল্যের ১১০% তফসিলি ব্যাংকের ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানত গ্রহণ করার কথা বলা আছে । খাদ্য অধিদপ্তর গত দুই মৌসুমে সিদ্ধ চাল ক্রয় করেছে ১৩.৫ লাখ মেঃটন, আতপ ২ লাখ মেঃটন এবং ধান ১০ লাখ মেঃটন। যার, চালের মুল্যের ২% হারে জামানত বাবদ ১১১.২ কোটি, বস্তার জামানত বাবদ ৩০২ কোটি এবং ধান ছাটাই জামানত বাবদ ২৮৬০ কোটি টাকা। মোট ৩৪০৪.২ কোটি। নীতিমালায় কিস্তিতে চাল সরবরাহের সুযোগ থাকায় বস্তার জামানত ৫০% হারে এবং ধান ছাটাই এর ক্ষেত্রে ৩০% হারে হিসাব করলে **মোট অংক হবে ১১১২.২ কোটি টাকা। যা, বিভিন্ন ব্যাংক বছরে গড়ে ছয় মাস ভোগ করে থাকে এবং খাদ্য বিভাগ এর দায়ভার বহন করে।** এছাড়াও খাদ্যবান্ধব এবং ওএমএস ডিলার, পরিবহন ঠিকাদার , শ্রম ও হস্তার্পন ঠিকাদার, পুস্টি চালের মিশ্রণ মিলার, নির্মান ঠিকাদার এর আরও প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বছরের পর বছর ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। সারা দেশে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার জামানত খাদ্য বিভাগ ফেলে রাখে। গত দুই মৌসুমে শুধুমাত্র জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শেরপুর কার্যালয়ে ২২ কোটি ৩১ লাখ টাকা জামানত জমা ছিলো।

সমস্যারভুক্তভোগী/সুবিধাভোগীকারা?

সুবিধাভোগীরধরণ	পাইলটিংএলাকা	সুবিধাভোগীরসংখ্যা
		বছর (২০২০)
খাদ্য বিভাগ ও মিলারগণ	শেরপুর জেলা	৫০০

সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনাম: ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা।

সমাধান প্রক্রিয়াঃ

ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নামে একটি ব্যাংকে এসটিডি (Short Term Deposit) একাউন্ট খোলা।
খ) মিলারগণ উক্ত একাউন্টে জামানতের অর্থ জমা দিয়ে, জমা রশিদ জেখানি দপ্তরে জমা দিবে।
গ) ব্যাংকে অর্থ জমা হলে জেখানির অফিসিয়াল নাম্বারে এসএমএস আসবে এবং ব্যাংক দিন শেষে উক্ত একাউন্টের বিবরনী জেখানিকে ই-মেইল করবে। অথবা অনলাইনে লগইন করে ব্যাংকে অর্থ জমা হয়েছে কিনা তা জানা যাবে।
ঘ) জেখানি দপ্তর এবং ব্যাংক, উভয় মিলারভিত্তিক জমা ও খারিজ রেজিস্টার পরিপালন করবে।
ঙ) জামানত অবমুক্তির জন্য মিলার জেখানি বরাবর আবেদন করলে, জেখানি হতে যাচাইআন্তে জামানত অবমুক্তির পত্র ব্যাংকে ইস্যূ করা হবে।
চ) ব্যাংক পত্র প্রাপ্তির পর ১ কার্যদিবসের মধ্যে মিলারের ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পরিশোধ করবে।
ছ) বছর শেষে উক্ত একাউন্টে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সরকারী খাতে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে জমা করা হবে।

স্টেক হোল্ডারদের সহিত আলোচনাঃ

এ বিষয়ে শেরপুর জেলার মিল মালিক সমিতির সাধারন সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন মিলারের সহিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তারা সকলেই এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ পদ্ধতির বিস্তারিত নিয়ে অগ্রনী ব্যাংকের দুজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করা

হয়েছে। তারাও এ বিষয়ে আগ্রহ ব্যাক্ত করেছেন এবং তাদের ব্যাংক প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করে সেবা প্রদান করতে পারবেন বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

অর্থের নিরাপত্তা ও বিস্তারিত পদ্ধতিঃ

১) জেখানির একাউন্টের বিপরীতে চেক বই এবং ডেবিট কার্ড ইস্যূ হবে না।

২) জেখানি একটি আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবে, যা দিয়ে দৈনিক লেনদেন এর হিসাব শুধুমাত্র দেখা যাবে।

৩) সংশ্লিস্ট মিলার অর্থ জমা করার জন্য ৩ কপি ফরম ব্যবহার করবে। যার প্রথম কপি ব্যাংক, ২য় কপি জেখানি এবং ৩য় কপি মিলারের। ফরমের নাম হবে "জামানত জমা ফরম"। এই ফরমের ফরমেট সংশ্লিস্ট ব্যাংকের সকল শাখা, জেখানি, উখানি কার্যালয় এবং অনলাইনে আপলোড করা থাকবে।

৪) ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো জমা ফরমে মিলারের নাম, প্রতিস্ঠানের নাম, ধরন, বিভাজনের ক্রমিক নং, মৌসুম, পণ্যের ধরন, মোবাইল নং টাকার পরিমান এবং যে একাউন্টে অর্থ ফেরত পেতে ইচ্ছুক তার বিস্তারিত ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

৫) ব্যাংক টাকা জমা নেয়ার সময় উক্ত ফরমের সকল তথ্য অনলাইনে সংরক্ষন করবে।

৬) মিলারের জামানত অবমুক্তির আবেদন জেখানি প্রাপ্ত হবার পর তা দপ্তরে রক্ষিত রেজিস্টারের সহিত মিলিয়ে মিলারের প্রাপ্তিস্বীকার স্বাক্ষর গ্রহণ করার পত্র ব্যাংক বরাবর বিস্তারিত তথ্য সহকারে তার নির্ধারিত একাউন্টে অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করবে।

৭) ব্যাংক পত্রে প্রদত্ত তথ্যের সহিত তার অনলাইনে রক্ষিত ডাটাবেজে উক্ত মিলারের অর্থ জমার তথ্য মিলিয়ে দেখবে।

৮) জেখানির প্রদত্ত তথ্য এবং ব্যাংকে রক্ষিত তথ্য মিলে গেলে ব্যাংক আরটিজিএস (রিয়েল টাইম গ্রোস সেটেলমেন্ট)/ইএফটি/ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে এক কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ প্রেরণ নিস্চিত করবে।

৯) ব্যাংক মিলিকরণ না করে অর্থ প্রেরণ করলে, তার ফলে অন্যত্র অর্থ প্রেরিত হলে বা তছরুপ হলে দায় দায়িত্ব ব্যাংক বহন করবে।

১০) অর্থ প্রেরণ হলে জেখানি তৎক্ষণাৎ একটি এসএমএস পাবেন এবং মিলারের ব্যাংকে এসএমএস নোটিফিকেশন সিস্টেম থাকলে তিনিও অবগত হবেন।

ব্যাংক নির্বাচনের জন্য যে সকল শর্তাবলী প্রয়োজনীয়ঃ

১) রাষ্ট্রায়ত্ত/ তফসীলি ব্যাংক হতে হবে।

২) সকল শাখা অনলাইন হতে হবে।

৩) RTGS, EFT, অনলাইন একাউন্ট ইত্যাদি আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা থাকতে হবে।

৪) এসএমএস নোটিফিকেশন সুবিধা থাকতে হবে।

গ. **উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী** (যা বিদ্যমান আইন/সার্কুলার/নীতিমালায় বলা হয়নি?)

১) ট্রেজারী রুলস এর ৫ম অধ্যায়ের এর ৮ নং প্যারায় বলা হয়েছে "সরকারি কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক ক্ষমতাবলে গৃহিত অর্থ যা রাজস্ব আয় নয়, অনুরুপ অর্থ সরকারি হিসাবে জমা করার প্রয়োজন নেই।" যেহেতু, জামানত চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের পরে ফেরত প্রদান করতে হয় , তাই এই অর্থ সরকারি হিসাবে জমা রাখার সুযোগ নেই।

২। জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে -" সরকারি কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক ক্ষমতাবলে গৃহিত অর্থ যার মালিক সরকার নয়, সেক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকে বা পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে হিসাব খুলে উক্ত অর্থ জমা রাখবেন। অন্য কোন ব্যাংকে হিসাব খুলতে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।" এক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রনী ব্যাংকে হিসাব খুলে পাইলটিং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। যেহেতু, জামানত এর মালিক সরকার নয়, তাই এ বাবদ প্রাপ্ত সকল অর্থ ব্যাংক হিসাবেই রাখতে হবে। সুনির্দিস্ট বিধিমালা না থাকায় এ ধারার প্রয়োগ হচ্ছে না।

৩। জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৬ নং প্যারায় আরও বলা হয়েছে- " অনুরূপ অর্থ (জামানত) গ্রহণকারী সরকারি কর্মকর্তা অর্থ সংশ্লিস্ট তহবিল (ব্যাংক হিসাব) পরিচালনার বিধি, প্রবিধি ও আদেশাবলী মেনে অর্থ ব্যায়ের (ফেরত প্রদান) জন্য অবশ্যই নিরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।" **খাদ্য বিভাগের এধরনের তহবিল পরিচালনার জন্য কোন বিধি. প্রবিধি বা আদেশ নেই। তাই, একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।**

০৪। ট্রেজারী রুলস এর ৫ম অধ্যায়ের ৭ নং প্যারা ও জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৫ নং প্যারায় বলা হয়েছে "সরকারি রাজস্ব প্রাপ্তি অনাবশ্যক বিলম্ব না করে সরকারি হিসাবভুক্ত করতে হবে"। তাই উক্ত হিসাব হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে সরকারি হিসাবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে খাদ্য বিভাগের পক্ষে সংশ্লিস্ট ব্যাংক জমা প্রদান করেছে।

ঘ. **উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী লাগবে?**

ক) প্রস্তাবনার আলোকে জামানত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ণ। খসড়া জামানত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার অনুমোদন প্রয়োজন।

ঙ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাক গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে?

ক) সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১-২ দিন	১০০-১০০০	৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১দিন	০ টাকা	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১দিন সাশ্রয়	১০০-১০০০ টাকা সাশ্রয়	২ বার যাতায়াত কমবে
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগতমান বৃদ্ধিকিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	দপ্তরের কর্মঘন্টা সাশ্রয়, অর্থের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি। সেবাগ্রহিতার ঘরে বসে জামানত প্রাপ্তি ও নিজ নিজ উপজেলার ব্যাংকে জামানতের অর্থ জমা প্রদানের সুবিধা প্রাপ্তি, ইত্যাদি। শেরপুর হতে মাত্র ৪ মাসে ৮৩ হাজার টাকা সরকারি খাতে লভ্যাংশ জমা করা হয়েছে।		

রিসোর্সম্যাপ:

খাত ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ (নাম ও পরিমান)	প্রয়োজনীয় অর্থ (টাকা)	কোথা হতে পাওয়া যাবে/ অর্থের উৎস?
জনবল	দপ্তরের বর্তমান জনবল	প্রয়োজন নেই	প্রযোজ্য নয়
কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফট্ওয়্যার/কম্পিউটার)	দপ্তরের বর্তমান কম্পিউটার	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
বস্তুগত (স্টেশনারী/বাল্কএস.এম.এসইত্যাদি)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও সভা,প্রিন্টিং	৫০০০/-	স্থানীয় ব্যয়
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ : শূন্য			

কর্মপরিকল্পনাঃ জুন ২০২০ প্রাথমিক প্রস্তুতি, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২০, হিসাব খোলা ও জামানত জমা করা, ডিসেম্বর ২০২০ লভ্যাংশ প্রাপ্তি, জানুয়ারি ২০২১ প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদান, ফেব্রুয়ারি -মে ২০২১ ২য় পর্যায় পাইলটিং, জুন ২০২১ রেপ্লিকেশন।

বাস্তবায়নকারী টিম (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য বাস্তবায়ন এলাকার প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন) :

টিমলিডার	কো-টিমলিডার	সদস্য-১	সদস্য-২
নাম: মোঃ ফরহাদ খন্দকার পদবী: জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) কর্মস্থল: শেরপুর। মোবাইল: ০১৭১৭৫৮৫১৭৫ ইমেইল: farhadh.35@gmail.com	নাম: মোঃ মাহবুবুর রহমান পদবী: খাদ্য পরিদর্শক কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৯১৪২০৭৯৯১	নাম: হাফিজুর রহমান পদবী: উচ্চমান সহকারী কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৯২০৬৭৫৬৮০	নাম: রকিবুল হাসান পদবী: অডিটর কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৭৯৫৮৩৮৩১৩

সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা:

- **ধরণ:** মিলার ও খাদ্য অধিদপ্তর।
- **সংখ্যা:** আনুমানিক ৫০০ জন।

ঝুঁকি:

ঝুঁকি	ঝুঁকির উৎস	ঝুঁকির ধরণ (gravity)			ঝুঁকির সম্ভাবনা (probability)			ঝুঁকিটি নিরসন করা সম্ভব কিনা		কিভাবে নিরসন করা হবে
		উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	হ্যাঁ	না	

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা।	মিলারদের তথ্য প্রাপ্তি।			নিম্ন			নিম্ন	হ্যাঁ		টিম লিডার+সদস্য +ইনোভেশন

Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা
নাম: মোঃ ফরহাদ খন্দকার	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শেরপুর।	০১৭১৭৫৮৫১৭৫	farhadh.35@gmail.com	শেরপুর জেলা।

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com
জনাব মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

৪। উদ্ভাবনের নামঃ ফেস রিকগনিশন অ্যাপের মাধ্যমে ওএমএস ব্যবস্থাপনা।

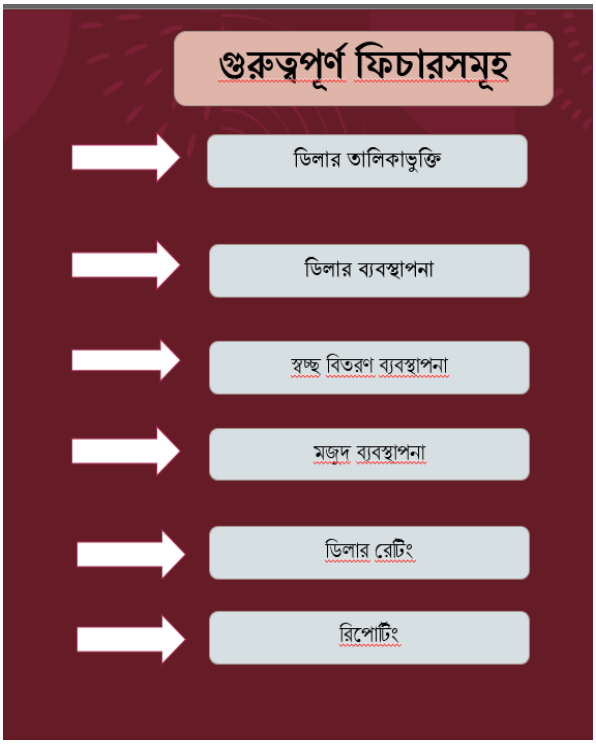

এই সফটওয়্যার এর সুবিধা সমূহ

১। একই ভোক্তার একই দিনে একাধিকবার ক্রয় রহিতকরণ।
২। মাথাপিছু সাপ্তাহিক বা মাসিক সর্বোর্চ্চ ক্রয়ের সীমা নির্ধারণ।
৩। শতভাগ স্বচ্ছ বিক্রয়ের ফলে কংক্রিট ডিজিটাল মাস্টাররোল।
৪।সকল মজুদ ও বিতরনের অটোমেটিক প্রতিবেদন প্রণয়ণ।
৫। ডিলারের ২বার ভিজিট কমে আসবে।
৬। ডিলার রেটিং পদ্ধতির ফলে তাদের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা হ্রাস।
৭। অতিরিক্ত ডিলারদের জন্য স্মার্ট রোটেশন পদ্ধতি।
৮। দেশের সকল বিক্রয় কেন্দ্রের জিপিএস লোকেশনসহ নিখুঁত অবস্থানের ম্যাপিং এর ফলে পাশাপাশি অবস্থিত ডিলারদের চিহ্নিতকরন ও সহজেই কেন্দ্র খুজেঁ পাওয়া।
৯। বিক্রয়ের সময় ও স্থানের নিয়ন্ত্রণ।
১০। দেশের সকল ডিলার, ভোক্তা, ময়দামিল ও তদারকি কর্মকর্তার ডিজিটাল ডাটাবেজ।
১১। ভোক্তাদের সুবিশাল ডাটাবেজ এনালাইসিস এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানের চাহিদার পরিমান ও দরিদ্রতার হার নিরুপন।
১২। লেখা বা টাইপিংএর কোন কাজ না থাকায় স্বল্প সময়ে বিক্রয়।
১৩। ফেস রিকগনিশনের মাধ্যমে মাস্টাররোল তৈরী হওয়ার ফলে স্পর্শ না থাকায় কোভিড-১৯ সংক্রমনের ঝুকিঁ নেই।
১৪।শুধুমাত্র এন্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমে কাজ করার ফলে সহজেই উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণযোগ্য।
১৫। ডিলারদের বিক্রয়ের বার সুনির্দিস্ট করন, ফলে ভোক্তাদের ভোগান্তি হ্রাস।

১৬। ওএমএস নীতিমালার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম।

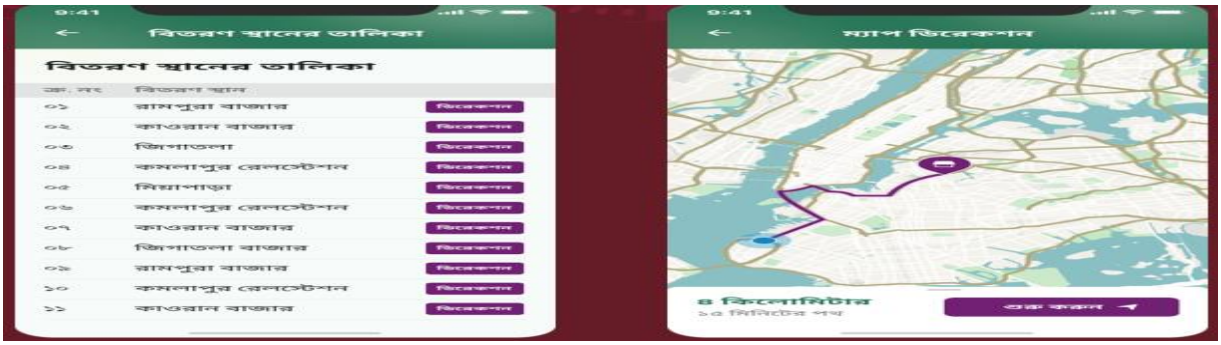

কর্মপরিকল্পনাঃ মে ২০২১ প্রাথমিক টেস্টিং, জুন ২০২১ ১০টি কেন্দ্রে পাইলটিং, জুলাই ২য় পর্যায় পাইলটিং, আগস্ট ২০২১ রেপ্লিকেশন।

আইডিয়া প্রদানকারী নামঃ
মোঃ ফরহাদ খন্দকার , জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), শেরপুর।
মেন্টরঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক প্রশাসন ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, খাদ্য অধিদপ্তর।
ও মেন্টর-২ জনাব, মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদটপ্তর।
বাস্তবায়নকারীঃ খাদ্য অধিদপ্তর। কারিগরি সহযোগিঃ এরিনা ফোন বিডি লিঃ

৫। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: মেগাশপসমূহে তাপমাত্রা ডাটালগার স্থাপন (TDL)

উদ্যোগের শিরোনাম:

ঢাকা শহরের মেগাশপসমূহে তাপমাত্রা ডাটালগার স্থাপন (TDL)

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

ঢাকা শহরের মেগাশপসমুহ চিহ্নিতকরে বিএফএসএ-এর কর্মকর্তাকে পরিদর্শন এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সরেজমিন স্টোর রুমের তাপমাত্রা মনিটরিং অফিসার কর্তৃক পরিদর্শন ও রিপোর্ট প্রদান। নির্দিষ্ট সময় পর পর ফলাফল মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষন। সমস্যা পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

রিয়েল টাইম তাপমাত্রা পরিবীক্ষণ সম্ভব হয়না। সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করণ সম্ভব হয়না। স্বল্প জনবল দিয়ে এত বেশি মেগাশপের সঠিক ডাটা জানা সম্ভব হয় না। মেগাশপের কর্মচারীরা সঠিকভাবে দায়িত্বপালন করে না।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণঃ

মেগাশপের স্টোররুমে ডাটালগার স্থাপন করা হলে প্রতি ৫ মিনিট অন্তর তার তাপমাত্রা কম্পিউটারে জমা হবে। প্রতিমাসে তাপমাত্রার ডিজিটাল রিপোর্ট কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবে। সমস্যা পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

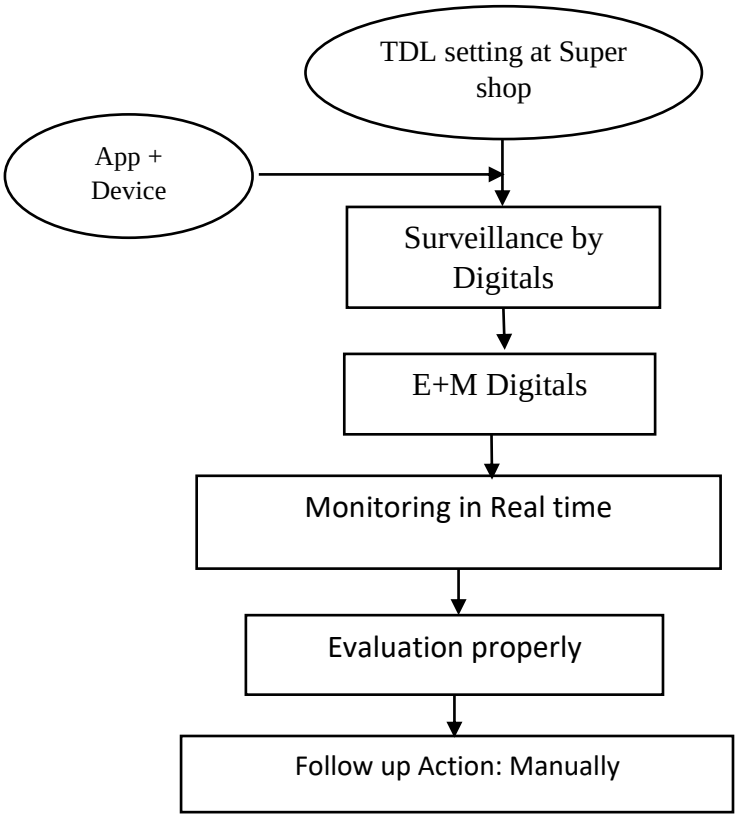

পাইলটিং এলাকা ও সময়:

স্বপ্ন সুপার শপের গুলশান-১ আউটলেটে জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডাটালগার স্থাপন করা হয়েছে।

ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩০ দিন	-	৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ দিন	-	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২৯ দিন	-	৪ বার

অন্যান্য সুবিধা (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	ডিজিটালভবে নির্ভুল ডাটা পাওয়া যায়।

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
জনাব আব্দুন নাসের খান সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান বিএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭	জনাব আবদুর রহমান উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার বিএফএসএ ০১৭১০৮৮৫১৩৪	ড. সহদেব চন্দ্র সাহা পরিচালক বিএফএসএ	জনাব হোসনে আরা পপি উপ-পরিচালক বিএফএসএ ০১৮৩০০৫৭৫৭৫

Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
আব্দুন নাসের খান	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান	বিএফএসএ	০১৭১৭৮৩৫২৬৭	secretary@bfas.gov.bd

চিত্র উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রতিবেদনঃ

স্বপ্ন সুপার শপ, গুলশান-১, ঢাকা এবং মীনা বাজার, ধানমন্ডি ২৭, ঢাকা আউটলেটে তাপমাত্রা ডাটালগার (TDL) স্থাপন করা হয়েছে। বিদেশ থেকে TDL আমদানি ও স্থাপন ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ বিধায় তাপমাত্রা ডাটালগার স্থাপন বিষয়ক সর্বশেষ সভায় মেগাশপের প্রতিনিধিগণ সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেন। মেগাশপ সমূহের সকল আউটলেটে ৩০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে ডাটালগার স্থাপন সম্পন্ন হবে।

৬। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: গ্রেডপ্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরার কিচেন এরিয়ায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন

উদ্যোগের শিরোনাম: গ্রেড প্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরাঁর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অনলাইন মনিটরিং (নজর)

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

নিয়মিত মনিটরিং টিম হোটেল/রেস্তোরাঁর কিচেন এরিয়ার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে অসংগতি চিহ্নিতকরন। মনিটরিং টিম কর্তৃক রিপোর্ট প্রদান। অসংগতি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন করে সতর্কতা পত্র জারি। বারবার অসংগতি পরিলক্ষিত হলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহন।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ- নেই।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

সঠিক সময়ে পরিদর্শন না করা, নিয়মিত মূল্যায়ণ না করা, ফলোআপ অ্যাকশন না করা ও দুর্বল পরিদর্শন ব্যবস্থা।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে (অ্যাপস্/ডিভাইস এর মাধ্যমে) হোটেল/রেস্তোরার কিচেন এরিয়ার পরিবেশ চিহ্নিতকরন।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নজর অ্যাপস এর মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- অসংগতি প্রাপ্ত হলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোটেল ম্যানেজার-কে ইমেইল ও টেলিফোনের মাধ্যমে অবহিত করেন।
- প্রতি সপ্তাহে কর্তৃপক্ষ বরাবর পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রদান।
- সংশোধন না হলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

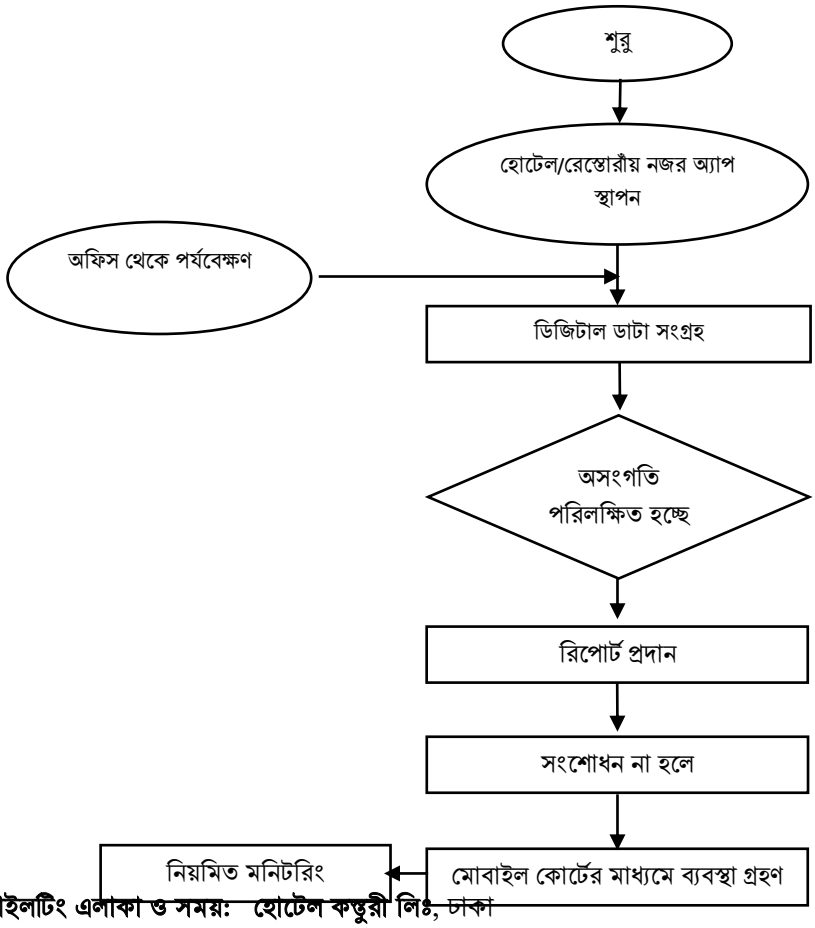

পাইলটিং এলাকা ও সময়: হোটেল কস্তুরী লিঃ, ঢাকা

জুন ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত

ফলাফল (TCV++):

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৫ দিন	২৫০০/-	৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	প্রয়োজন নাই	নাই	প্রয়োজন নাই
মোট পার্থক্য	৫ দিন	২৫০০/-	৫ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	TCV কমেছে এবং গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে		
উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী? অ্যাপ ভিত্তিক ডিজিটাল সেবা সংযোজন। ফলে TCV প্রায় শূন্য। হোটেল/রেস্তোরার ফুড প্রসেসিং এলাকাসহ সার্বিক পরিবেশ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষনিক নজরদারিতে থাকবে।			

উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

গ্রেড প্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরাঁর সাথে আলোচনা ও কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

খাতসমূহ	বিবরন	প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রাক্কলিত)	উৎস
○ জনবল: ○ কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফ্টওয়ার/কম্পিউটার): ○ বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী/বাল্ক এস এম এস ইত্যাদি): ○ অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি):	বিএফএসএ কর্তৃপক্ষের- ৫ জন কম্পিউটার ও ক্যামরা স্থাপন- ১৫টি অফিস ফার্নিচার পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক হোটেল/রেস্তোরার ম্যানেজারিয়াল লেভেলে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	 ১০ লক্ষ ২ লক্ষ ১ লক্ষ	বিএফএসএ তহবিল

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
জনাব মো: রেজাউল করিম সদস্য (যুগ্ম সচিব) বিএফএসএ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯	জনাব মোছা: কামার জান যুগ্মসচিব (তদন্ত) খাদ্য মন্ত্রণালয় ০১৭২০৮২৮৮২১	জনাব আবু সাইদ মো: নোমান পরিচালক (যুগ্ম সচিব) বিএফএসএ ০১৫৫৮৫৫৮০২৯	জনাব আব্দুন নাসের খান সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান বিএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭
সদস্য-৪	**সদস্য-৫**	**সদস্য-৬**	
জনাব আবদুর রহমান উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার বিএফএসএ ০১৭১০৮৮৫১৩৪	জনাব শম্পা কুন্ডু উপ-পরিচালক বিএফএসএ ০১৭১৭৩১৪২০৩	জনাব হোসনে আরা পপি উপ-পরিচালক বিএফএসএ ০১৮৩০০৫৭৫৭৫	

১০. Details of the Owner:

জনাব মো: রেজাউল করিম, সদস্য (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফোনঃ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯

ই-মেইলঃ rejaul8283@gmail.co

চিত্র: নজর অ্যাপস এর মাধ্যমে হোটেল/রেস্টুরেন্ট মনিটরি

৭। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক তথ্য প্রদান

উদ্যোগের শিরোনাম: স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক তথ্য প্রদান।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

গ্রাহকরা অফিসে এসে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে আবেদন করেন। তথ্যের ধরন যাচাই করে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে গ্রাহকে তথ্য প্রদান করে থাকেন।
বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ- নেই।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

তথ্য প্রাপ্তিতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।
যাতায়াতে গ্রাহকের বেশি সময়ের প্রয়োজন।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল বহুল আবেদনকৃত তথ্য সমূহ দেয়া থাকে। কোন গ্রাহকের তথ্যের প্রয়োজন হলে স্যোশাল মিডিয়ার নির্দিষ্ট লিংকের মাধ্যমে ফরম পূরণ করে আবেদন করেন। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা আবেদন যাচাই করে গ্রাহকে অনলাইনে তথ্য প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কার্যক্রম ও তৈরিকৃত টিভিসি সমূহ স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।
নতুন প্রসেস ম্যাপ- নেই

পাইলটিং এলাকা ও সময়:

সরাসরি ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে দেয়া হয়।

ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৩ দিন	-	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	প্রয়োজন নাই	নাই	প্রয়োজন নাই
মোট পার্থক্য	৩ দিন	-	২ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	যাতায়াত ও খরচ কমেছে এবং গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে		
উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী? ভোক্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও দ্রুত সময়ের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে।			

উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:
স্যোশাল মিডিয়ায় পেজ খোলা ও বোস্টিং এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক গ্রাহকে জানানো।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

খাতসমূহ	বিবরন	প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রাক্কলিত)	উৎস
○ জনবল: ○ কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফ্টওয়ার/কম্পিউটার): ○ বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী/বাল্ক এস এম এস ইত্যাদি): ○ অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি):	বিএফএসএ কর্তৃপক্ষের- ২ জন কম্পিউটার স্থাপন- ১টি অফিস ফার্নিচার	ইন্টারনেট সংযোগ	বিএফএসএ তহবিল

০৯। উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২
জনাব আবদুর রহমান উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার বিএফএসএ, ০১৭১০৮৮৫১৩৪	জনাব হোসনে আরা পপি উপ-পরিচালক বিএফএসএ, ০১৮৩০০৫৭৫৭৫	জনাব এস এম নুরুজ্জামান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বিএফএসএ

১০. Details of the Owner:

জনাব আবদুর রহমান, পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ফোনঃ ০১৭১০৮৮৫১৩৪
ই-মেইলঃ directorconsumer.bfsa@gmail.com

৮। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

উদ্যোগের শিরোনাম:
খাদ্য ব্যবসায়ীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:
তারিখ নির্ধারণ, হল রুম ভাড়া, খাদ্যব্যবসায়ীদের পত্র প্রদান, প্রশিক্ষককে পত্র প্রদান। নির্ধারিত তারিখে হল রুমে উপস্থিত হয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ফলাফল মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষন ও ফিডব্যাক। ভবিষ্যত প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিএফএসএ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহন।
বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ- নাই।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:
সময়/কর্মঘন্টা অপচয়। ফলোআপ অ্যাকশন না করা। অর্থ বেশি ব্যয় ও মানের উন্নয়ন না ঘটানো।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে (অ্যাপস্/ডিভাইস) Online Training
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন।
- যথাযথ সময়ে কর্মস্থলে বসে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
- যাতায়তের সময় ও অর্থ সাশ্রয়

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

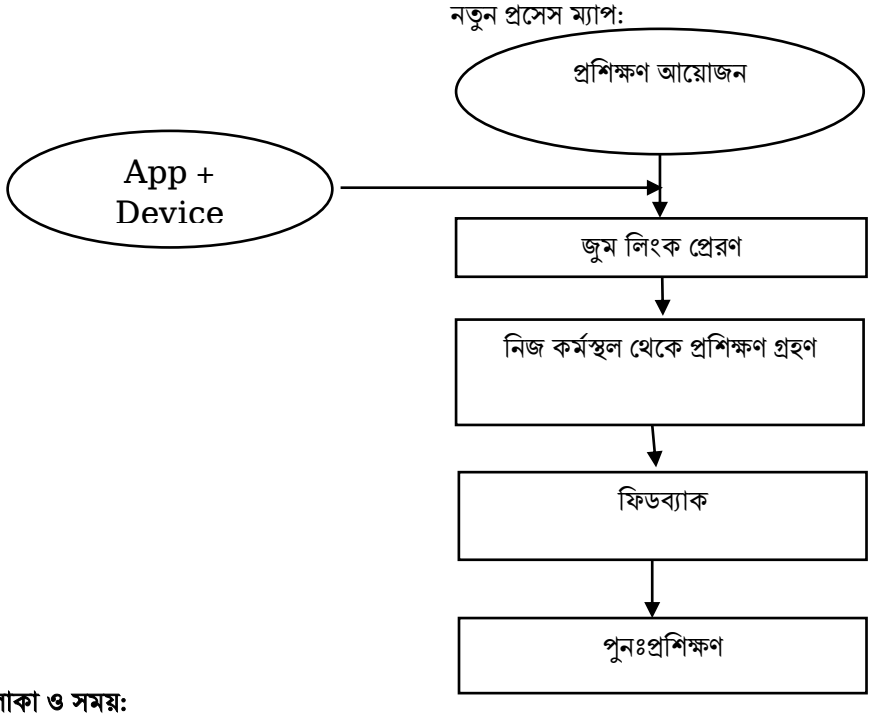

পাইলটিং এলাকা ও সময়:

২৪ জানুয়ারি ২০২১ প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ফলাফল (**TCV++**):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	০৩ দিন	৫০,০০০/-	০৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	প্রয়োজন নাই	৫,০০০/-	প্রয়োজন নাই

মোট পার্থক্য	০৩ দিন	৮৫,০০০/-	০৩ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	TCV কমেছে এবং গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে		
উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী? অ্যাপ ভিত্তিক ডিজিটাল সেবা সংযোজন। ফলে TCV প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ। কর্মস্থলে বসেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ।			

উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি ও খাদ্য ব্যবসায়ীর তালিকা তৈরি। প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণের জন্যে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা। খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য স্মার্টফোনের ব্যবস্থা করা।

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২
জনাব আব্দুন নাসের খান সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান বিএফএসএ, ০১৭১৭৮৩৫২৬৭	জনাব আবদুর রহমান উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার বিএফএসএ, ০১৭১০৮৮৫১৩৪	জনাব ফাতেমা তুজ জোহরা লাবনি নিরাপদ খাদ্য অফিসার , ঢাকা মেট্রোপলিটন বিএফএসএ, ০১৭৭৪৮৭১৫০৩

উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রাক্কলিত)	উৎস
○ জনবল: ○ কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফ্টওয়ার/কম্পিউটার): ○ বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী/বাল্ক এস এম এস ইত্যাদি): ○ অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি):	বিএফএসএ কর্তৃপক্ষের- ২ জন কম্পিউটার - ২টি অফিস ফার্নিচার পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক হোটেল/রেস্তোরার ম্যানেজারিয়াল লেভেলে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২ লক্ষ	বিএফএসএ তহবিল

Details of the Owner:

জনাব আব্দুন নাসের খান, সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান, বিএফএসএ
ফোনঃ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭ , ইমেইলঃ secretary@bfsa.gov.bd

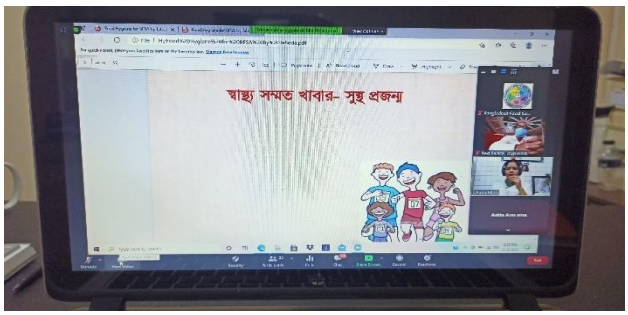

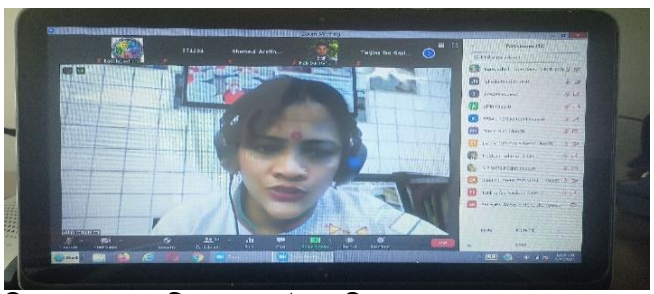

চিত্র: খাদ্য ব্যবসায়ীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদনঃ

ফুড ভেন্ডারদের অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে প্রশিক্ষণ উপকরণ (Training Material) তৈরি করা হয়। ২৪ জানুয়ারি ২০২১ পরীক্ষামূলকভাবে ২০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে ২ ঘন্টার অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের 493টি উপজেলা, ৬৪টি জেলা, ৮টি বিভাগ ও ১২টি সিটি কর্পোরেশন থেকে খাদ্য ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি হয়েছে। বিএফএসএ-এর চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধনের পর ২৩ মার্চ ২০২১ সারাদেশ থেকে ৯৩ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে অনলাইন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখ ৬০ জনসহ সর্বমোট ১৭৩ জনকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সহজীকরণ উদ্যোগ:

১। ময়দাকল তালিকাভুক্তি অনুমোদন সহজীকরণ

বিদ্যমান পদ্ধতি : বিদ্যমান পদ্ধতিতে তালিকাভূক্তির জন্য মিল মালিক মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করেন। মহাপরিচালক কর্তৃক স্ব স্ব এলাকায় ময়দাকল তদন্ত ও পেষণ ক্ষমতা যাচাই কমিটির নিকট ময়দাকলটির তদন্ত ও পেষণ ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য পত্র প্রেরণ করেন ।ময়দাকল যাচাই কমিটি সরেজমিনে তদন্তকরণ, যাচাইকরণ ও পেষণ ক্ষমতা নির্ধারণ করে তদন্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করেন।মহাপরিচালক পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেন। সচিব মহোদয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পরে বিষয়টি পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়।পরবর্তীতে ময়দা মিলটি তালিকাভুক্ত করার জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকে পত্র প্রেরণ করা হয়।এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ময়দা মিল তালিকাভূক্ত করা হয়।

সমস্যা : বিদ্যমান পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট কোন প্রজ্ঞাপন ছিলো না। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি সুনির্দিষ্ট করা ছিলো না।ঢাকায় অবস্থিত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করা হয়।সরকারি ফি ৫০০০ টাকা এবং নাগরিকের সরকারি খরচের বাহিরে ব্যক্তিগত প্রায় ১০,০০০ টাকা খরচ করতে হতো। প্রায় ১৮০ দিন সময় লাগতো আর প্রায় ২০ বার মিল মালিককে বিভিন্ন অফিসে যাতায়াত করতে হতো।

প্রস্তাবিত পদ্ধতি: প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে পরিপত্র ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে। স্ব স্ব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে বলা হয়েছে। দাখিলীয় কাগজপত্র সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। জনবল ১০ জন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারি ফি ৫০০০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। নাগরিকের ব্যক্তিগত খরচ প্রায় ১০০০ টাকা হতে পারে। ৪৫দিন সময় লাগবে আর প্রায় ৫ বার মিল মালিককে বিভিন্ন অফিসে যাতায়াত করতে হবে।

বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতি ধাপের সময় (দিন/ঘন্টা/মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
বিদ্যমান ধাপ-১	মিল মালিক মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করেন।	১ ঘন্টা	মহাপরিচালক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।
বিদ্যমান ধাপ-২	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্ব স্ব এলাকায় ময়দাকল তদন্ত ও পেষণ ক্ষমতা যাচাই কমিটির নিকট ময়দাকলটির তদন্ত ও পেষণ ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য পত্র প্রেরণ করেন।	৩০ দিন	মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, টাইপিষ্ট, এমএলএসএস
বিদ্যমান ধাপ-৩	ময়দাকল যাচাই কমিটি সরেজমিনে তদন্তকরণ, যাচাইকরণ ও পেষণ ক্ষমতা নির্ধারণ করে তদন্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেন।	৬০ দিন	সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাইলো অধিক্ষক, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, টাইপিষ্ট
বিদ্যমান ধাপ-৪	মহাপরিচালক পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেন।	৩০ দিন	মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, টাইপিষ্ট, এমএলএসএস

বিদ্যমান ধাপ-৫	সচিব মহোদয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পরে বিষয়টি পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়।	৩০ দিন	সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারি সচিব, সহকারি সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, টাইপিষ্ট, এমএলএসএস
বিদ্যমান ধাপ-৬	পরবর্তীতে ময়দা মিলটি তালিকাভুক্ত করার জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকে পত্র প্রেরণ করা হয়।	১৫ দিন	মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, টাইপিষ্ট, এমএলএসএস
বিদ্যমান ধাপ-৭	এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ময়দামিল তালিকাভূক্ত করা হয়।	১৫ দিন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, টাইপিষ্ট, এমএলএসএস

বিদ্যমান পদ্ধতি প্রসেস ম্যাপ

ময়দাকল তালিকাভূক্তি অনুমোদন সহজিকরণ
বিদ্যমান পদ্ধতিঃ

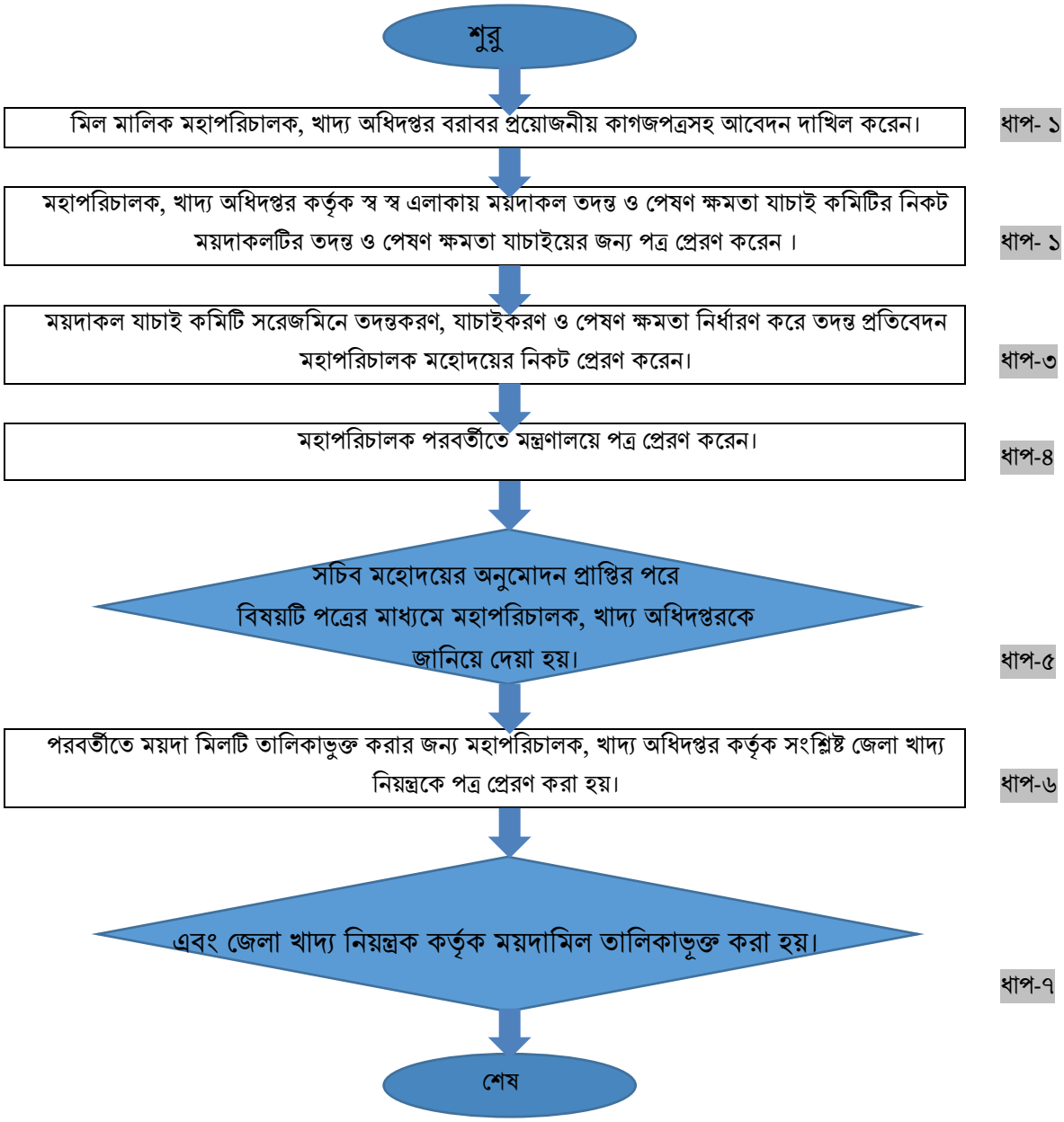

৩। তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধানের প্রস্তাবনা
১। আবেদনপত্র/ ফরম/ রেজিস্টার/ প্রতিবেদন	বিদ্যমান পদ্ধতিতে কোন সমস্যা নেই।	-----
২। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	বিদ্যমান পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক দাখিলীয় কাগজপত্রাদি সুনির্দিষ্ট করা ছিলো না।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে দাখিলীয় কাগজপত্র সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।
৩। সেবার ধাপ	তালিকাভূক্তির জন্য বিদ্যমান পদ্ধতিতে ঢাকায় অবস্থিত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করা হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে স্ব স্ব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে বলা হয়েছে।
৪। সম্পৃক্ত জনবল	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ৩০ জন	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ১০ জন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবি	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ৩ জন। সচিব, মহাপরিচালক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ১ জন করা হয়েছে। সচিব।
৬। আন্তঃঅফিস নির্ভরশীলতা	নাই	নাই
৭। আইন/বিধি/ প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	বিদ্যমান পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট কোন প্রজ্ঞাপন ছিলো না।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে পরিপত্র ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে।
৮। অবকাঠামো/ হার্ডওয়ার ইত্যাদি	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।
৯। রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ	বিদ্যমান পদ্ধতিতে এই সংক্রান্ত কোন সমস্যা ছিলো না।	-----
১০। প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি না	প্রযোজ্য নয়	--------
১১। খরচ (নাগরিক+অফিস)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে সরকারি ফি ৫০০০ টাকা এবং নাগরিকের সরকারি খরচের বাহিরে ব্যক্তিগত প্রায় ১০,০০০ টাকা খরচ করতে হতো।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সরকারি ফি ৫০০০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। নাগরিকের ব্যক্তিগত প্রায় ১০০০ টাকা হতে পারে।
১২। সময় (নাগরিক+অফিস)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ১৮০ দিন (অফিস)	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ৪৫ দিন (অফিস)
১৩। যাতায়াত (নাগরিক)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ২০ বার	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ৫ বার
১৪। অন্যান্য		

প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ
ময়দাকল তালিকাভূক্তি অনুমোদন সহজিকরণ :

- ধাপ সংখ্যা- ০৫ টি
- সম্পৃক্ত জনবল-৩০ জন
- সময়- ১৮০ দিন

প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

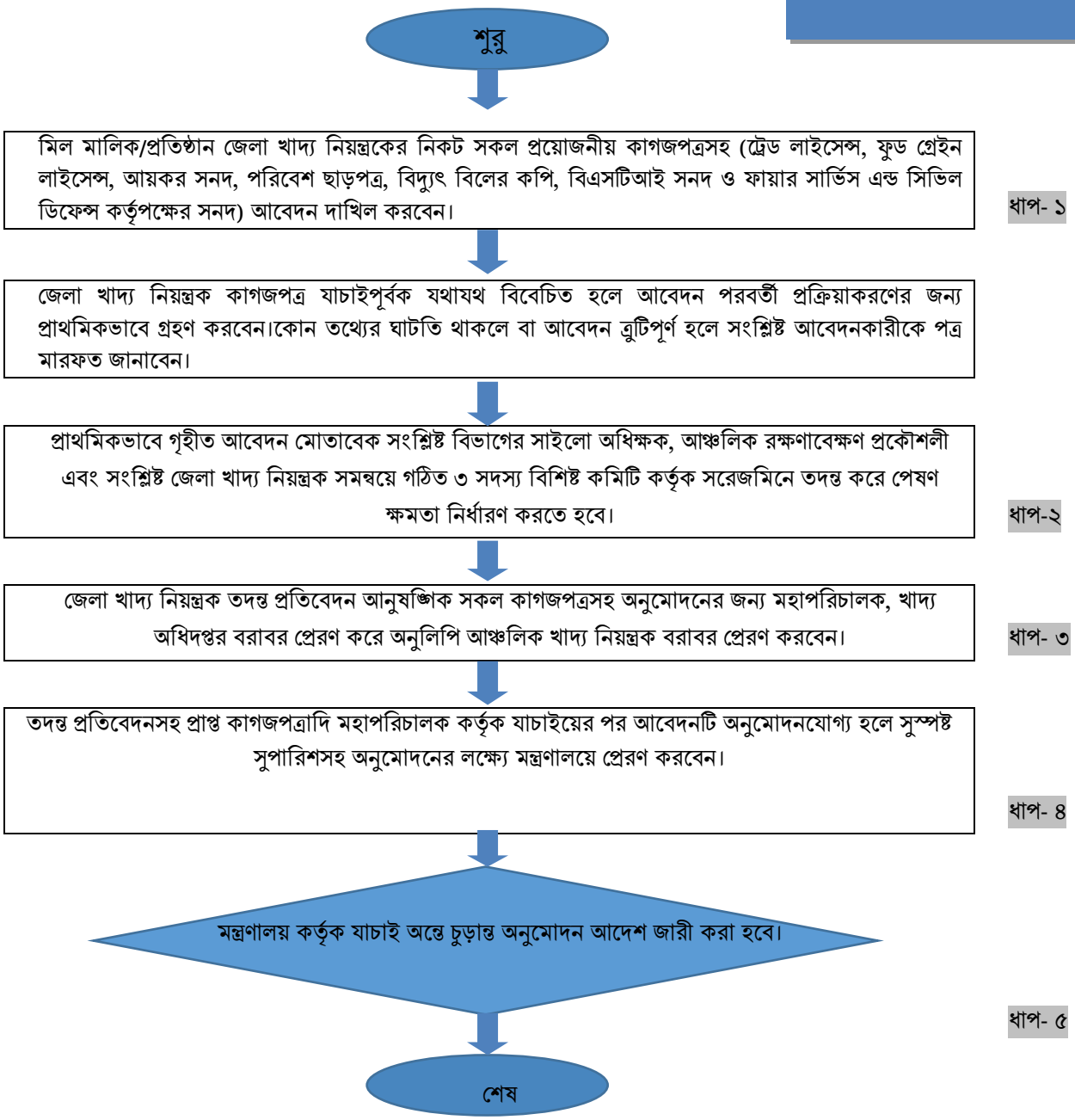

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	মিল মালিক মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করেন।	ধাপ-১	মিল মালিক/প্রতিষ্ঠান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ (ট্রেড লাইসেন্স, ফুড গ্রেইন লাইসেন্স, আয়কর সনদ, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ বিলের কপি, বিএসটিআই সনদ ও ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের সনদ) আবেদন দাখিল করবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কাগজপত্র যাচাইপূর্বক যথাযথ বিবেচিত হলে আবেদন পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করবেন।কোন তথ্যের ঘাটতি

			থাকলে বা আবেদন ত্রুটিপূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে পত্র মারফত জানাবেন।
ধাপ-২	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্ব স্ব এলাকায় ময়দাকল তদন্ত ও পেষণ ক্ষমতা যাচাই কমিটির নিকট ময়দাকলটির তদন্ত ও পেষণ ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য পত্র প্রেরণ করেন ।	ধাপ-২	প্রাথমিকভাবে গৃহীত আবেদন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাইলো অধিক্ষক, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয়ে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত করে পেষণ ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হবে।
ধাপ-৩	ময়দাকল যাচাই কমিটি সরেজমিনে তদন্তকরণ, যাচাইকরণ ও পেষণ ক্ষমতা নির্ধারণ করে তদন্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেন।	ধাপ-৩	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তদন্ত প্রতিবেদন আনুষঙ্গিক সকল কাগজপত্রসহ অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করে অনুলিপি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করবেন।
ধাপ-৪	মহাপরিচালক পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেন।	ধাপ-৪	তদন্ত প্রতিবেদনসহ প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি মহাপরিচালক কর্তৃক যাচাইয়ের পর আবেদনটি অনুমোদনযোগ্য হলে সুস্পষ্ট সুপারিশসহ অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
ধাপ-৫	সচিব মহোদয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পরে বিষয়টি পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়।	ধাপ-৫	মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই অন্তে চুড়ান্ত অনুমোদন আদেশ জারী করা হবে।
ধাপ-৬	পরবর্তীতে ময়দা মিলটি তালিকাভুক্ত করার জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকে পত্র প্রেরণ করা হয়।		
ধাপ-৭	এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ময়দা মিল তালিকাভূক্ত করা হয়।		

৪। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	১৮০ দিন	৪৫ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	সরকারি ফি (ক্যাটাগরি অনুসারে বিধি মোতারেক) ৫০০০টাকা+ ২০টি ভিজিট ৫০০টাকা/ হিসেবে ১০০০০ টাকা/ সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত খরচ	সরকারি ফি (ক্যাটাগরি অনুসারে বিধি মোতারেক) ৫০০০টাকা+ ৪টি ভিজিট ২৫০টাকা/ হিসেবে ১০০০ টাকা/ সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত খরচ
যাতায়াত	২০ বার	৫ বার
ধাপ	৭	৫
জনবল	৩০	১০
দাখিলীয় কাগজপত্র	৭	৭

৫। সেবা সহজীকরণ টিম লিডারের নাম
জনাব রায়না আহমদ, উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ০১৭১১৩৯৪৯৭৯
ই-মেইলঃ raina.ahmad@yahoo.com

২। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সহজিকরণ

বিদ্যমান পদ্ধতি

প্রসেস ম্যাপ

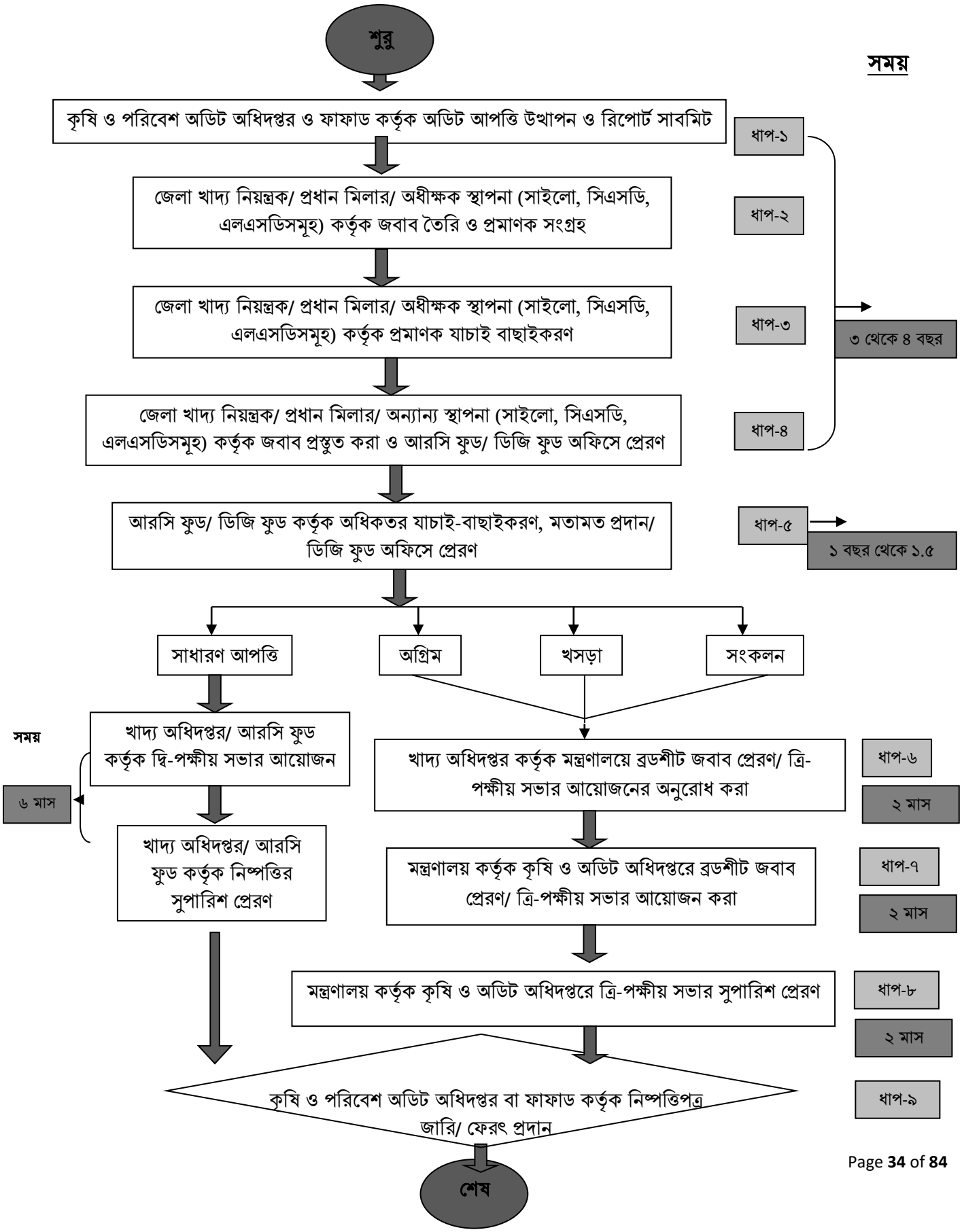

প্রস্তাবিত পদ্ধতি **প্রসেস ম্যাপ**

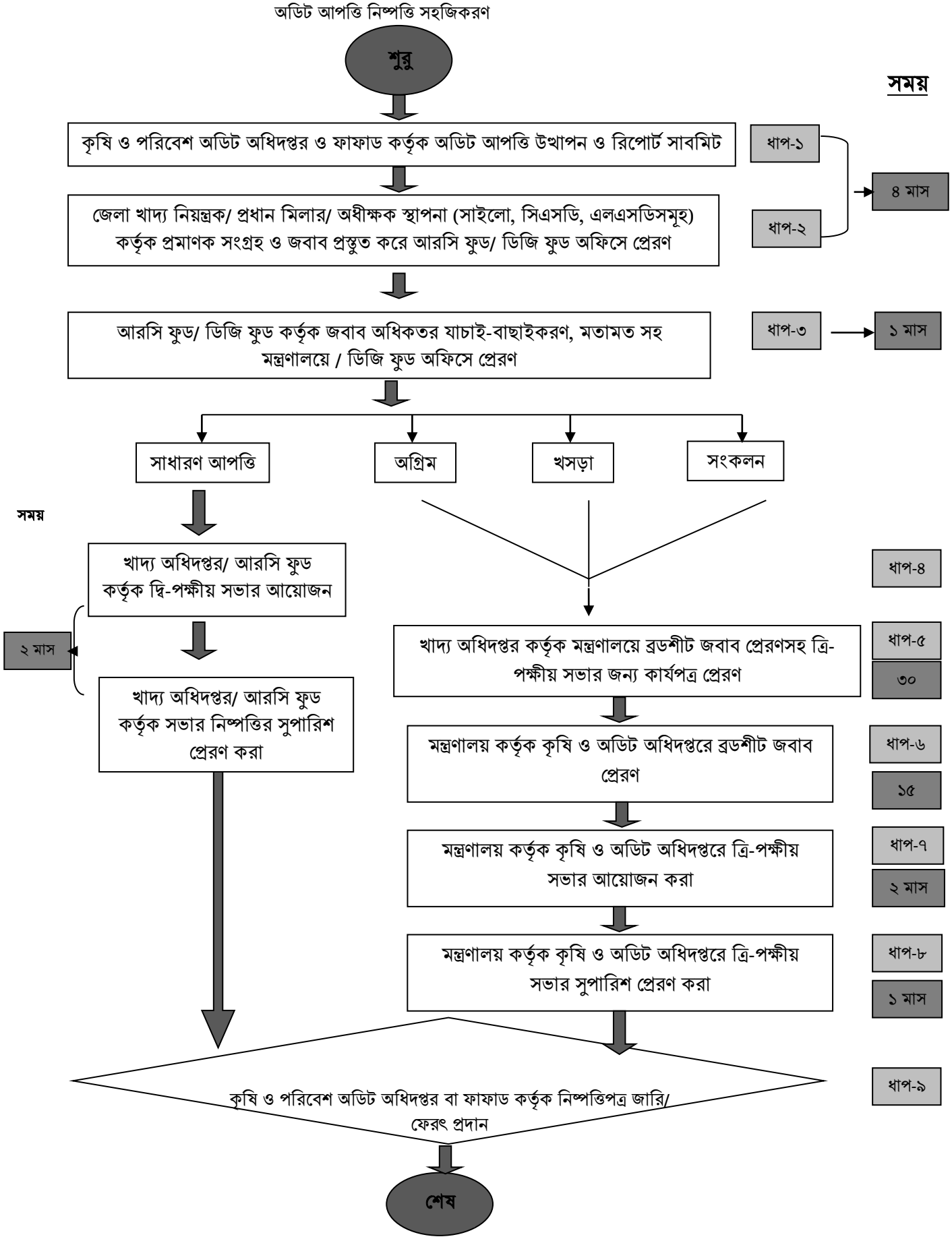

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সহজিকরণ

TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
ধাপ	৯ টি	৯ টি
সময়	৬/৭ বছর	৯.৫ মাস
জনবল	৩৫ জন	৩৫ জন
যাতায়াত	১০০/১১০ বার	১০ বার
ব্যয়	সকল ব্যয় (অফিস+ভূক্তভোগী) ৫০ হাজার/ ১ লক্ষ টাকা	১০ হাজার টাকা

সেবা সহজীকরণ টিম লিডারের নাম
জনাব রায়না আহমদ, উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ০১৭১১৩৯৪৯৭৯
ই-মেইলঃ raina.ahmad@yahoo.com

৩। সেবার নাম: সরকারি খাদ্য গুদামের শ্রম-হস্তার্পণ কাজ পরিচালনা এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী পরিশোধ।

অফিস প্রোফাইল:

ক) একনজরে অফিস

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলা	খাদ্য অধিদপ্তর	
	ইংরেজি	Directorate General of Food	
	সংক্ষিপ্ত	Dgfood	
অফিস প্রধানের পদবি	মহাপরিচালক	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	খাদ্য মন্ত্রণালয়
অফিসের সংখ্যা	মোট ৫৫৮ টি (বিভাগীয় অফিস- ০৭, জেলা অফিস- ৬৪, উপজেলা- ৪৯২)		
জনবল	১৩,৭৯১		
অফিসের ঠিকানা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।		
যোগাযোগ (ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স)	ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭, ইমেইল: dg@dgfood.gov.bd (মহাপরিচালকের দপ্তর)		
ওয়েবসাইটের ঠিকানা	www.dgfood.gov.bd		
যাতায়াতের বর্ণনা (গুগল ম্যাপসহ)	বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোডের পাশে অবস্থিত। খাদ্য ভবন নামে বহুল পরিচিত।		

খ) অফিসের ভিশন ও মিশন

ভিশন: সবার জন্য পর্যাপ্ত ও নিরাপদ খাদ্য।

মিশন: সমন্বিত নীতি-কৌশল ও সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য পর্যাপ্ত ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

গ) অফিসের পরিচিতি ও ছবি (অনধিক ২০০ শব্দ)

বাংলার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় প্রাদেশিক সরকার Bengal Rationing Order, 1943 জারী করে এবং Bengal Civil Supplies Dept. প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর Food and Civil Supplies Ministry হিসেবে নতুন একটি মন্ত্রণালয় আত্মপ্রকাশ করে এবং এর অধীনে Directorate General of Food নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একটিতে পরিণত হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- জরুরী গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানী, রেশন)।
- আপৎকালীন মজুদ গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুদ)।
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যমত্মরীণ সংগ্রহ)।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর)।

- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস)।
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা।
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন।
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন।
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা।
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান।
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ।
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌছানো।
- পেশাদারী, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রম:

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও উহা পরিচালনা করা।
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা।
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা।
- নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্য শস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- দেশে খাদ্য শস্য সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা।
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভৌজ্য তৈল, লবন ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা করা।
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- খাদ্য সামগ্রীর বাজার দর স্থিতিশীল রাখা নিশ্চিত করা।
- গুনগত মানের পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্যের মজুদ, সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্য শস্যের নূন্যতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করা।
- এ অধিদপ্তেরর উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।

ঘ) অফিসের অর্গানোগ্রাম

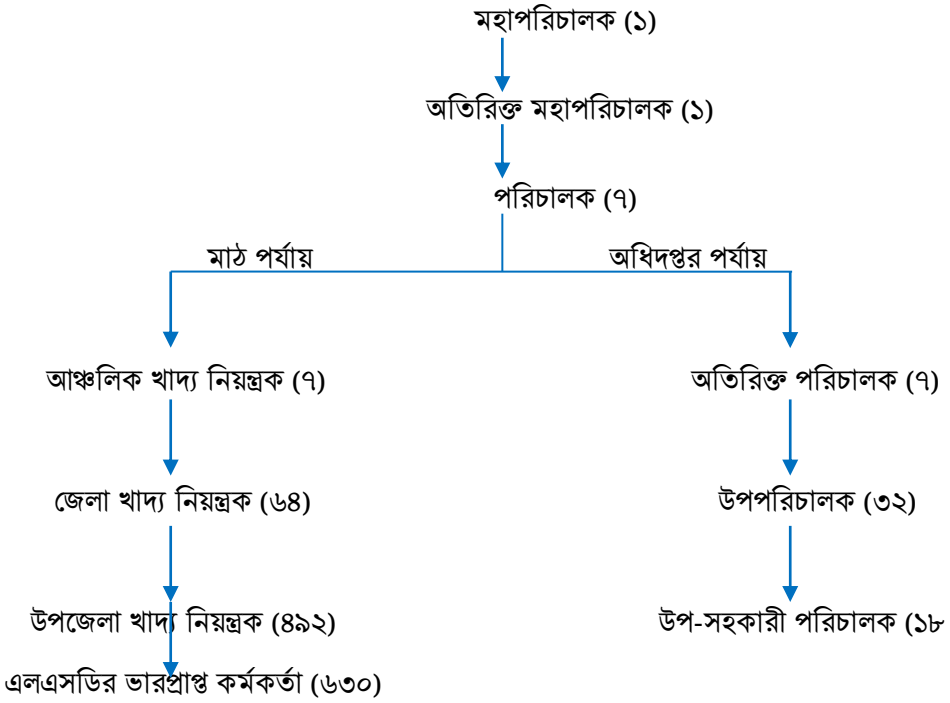

জনবলের বিবরণ

ক্র.নং	পদের নাম	জনবল
০১	ক্লাস-১ (ক্যাডার)	২৩৬
০২	ক্লাস-১ (নন-ক্যাডার)	৬৫৭
০৩	ক্লাস-২	১৭৫৭
০৪.	ক্লাস-৩	৪৭৩০
০৫	ক্লাস-৪	৬২৯৬
মোট জনবল		১৩৬৭৬

ঙ) গুরুত্বপূর্ণ সেবার তালিকা

ক্রম	সেবা নাম	সেবা প্রাপ্তির পর্যায় (অধিদপ্তর/আঞ্চলিক)
১	পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল (পিএফডিএস) এ খাদ্যশস্য বিতরণ	উপজেলা (সরকারি খাদ্য গুদাম)
২	কৃষক ও চালকল মালিকদের নিকট হতে ধান, চাল ক্রয়	উপজেলা (সরকারি খাদ্য গুদাম)
৩	ওএমএস খাতে চাল, আটা বিক্রি	পৌরসভা/জেলা শহর/বিভাগীয় শহর/ সিটি কর্পোরেশন এলাকা
৪	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি	উপজেলা
৫	চালকল মালিক ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান	জেলা ও উপজেলা
৬	চুক্তিবদ্ধ জুট মিল ও সরবরাহকারী হতে বস্তা ক্রয়	অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা (সরকারি খাদ্য গুদাম)

সেবা প্রোফাইল

ক) সেবার নাম: সরকারি খাদ্য গুদামের শ্রম-হস্তার্পণ কাজ পরিচালনা এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী পরিশোধ।

খ) সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা:

সরকারি খাদ্যগুদামে (এলএসডি, সিএসডি, সাইলো) খাদ্যশস্য লোড, আনলোডের কাজে শ্রমিক সরবরাহের জন্য শ্রম-হস্তার্পণ ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ খাদ্য বিভাগের নিকট হতে শ্রম বিল উত্তোলন করলেও শ্রমিকদের সঠিকভাবে পারিশ্রমিক পরিশোধ না করায় **(বিলের ৮০%)** শ্রমিকগণ এলএসডিতে সেবা নিতে আসা পরিবহন ঠিকাদার, ডিও গ্রহীতা, ধান সরবরাহকারী কৃষক, চাল সরবরাহকারী মিলারের নিকট অন্যায়ভাবে অর্থ দাবী করে এবং তা না পেলে সরকারি কাজে গড়িমসি করে, এমনকি সেবা গ্রহীতার সাথে দুর্ব্যবহার করে। এতে খাদ্য বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

গ) সেবা প্রাপ্তির মৌলিক তথ্যাদি

	বিষয়	তথ্যাদি
১	সেবা প্রদানকারী অফিস	এলএসডি/সিএসডি, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।
২	সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সরকারি গুদাম হতে পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম চ্যানেল যেমন- ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, কাবিখা, জিআর, প্রভৃতি খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। কৃষক ও চালকল মালিকদের নিকট হতে ধান-চাল সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য লোড-আনলোডের কাজ করেন। এ কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহের জন্য শ্রম-হস্তার্পণ ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। খাদ্যশস্য লোড-আনলোড কাজের জন্য শ্রমিক ঠিকাদার মাসিকভিত্তিতে বিল প্রস্তুত করেন এবং গুদাম কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সুপারিশসহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে বিল উত্তোলন করেন। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী **বিলের ৮০% টাকা** শ্রমিকদের পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ঠিকাদারগণ শ্রমিকদের তা পরিশোধ করেন না। এতে শ্রমিকগণ এলএসডিতে সেবা নিতে আসা পরিবহন ঠিকাদার, ডিওগ্রহীতা, ধান সরবরাহকারী কৃষক ও চাল সরবরাহকারী মিলারের নিকট অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করে।

৩	বার্ষিক সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,০০,০০০- ২,৫০,০০০ জন (চালকল মালিক- ২০,০০০+ কৃষক-২,০০,০০০+ডিওগ্রহীতা- ২০,০০০+ পরিবহন ঠিকাদার-৫,০০০ প্রায়)
৪	সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি	১. খাদ্যশস্য উত্তোলনের জন্য ডিওহোল্ডার ২. খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদার ৩. গুদামে ধান-চাল সরবরাহের জন্য কৃষিকার্ডধারী কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ রাইস মিলার
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী	এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সিএসডির ম্যানেজার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬	সেবা প্রাপ্তির সময়	তাৎক্ষণিক
৭	সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. খাদ্যশস্য উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিলি আদেশ (ডিও) ২. খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগপত্র/ প্রাধিকারপত্র ৩. গুদামে ধান-চাল সরবরাহের জন্য কৃষকের ক্ষেত্রে কৃষিকার্ড ও চুক্তিবদ্ধ রাইস মিলারের ক্ষেত্রে বরাদ্দ আদেশ
৮	সেবা প্রাপ্তির জন্য খরচ	ডিওগ্রহীতার ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত দর, অন্য সকল সেবাগ্রহীতার জন্য সরকার খরচ বহন করে।
৯	সেবা প্রাপ্তির জন্য যাতায়াতের সংখ্যা	১-২ বার
১০	সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালার তালিকা	১. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সাথে শ্রমিক ঠিকাদারের চুক্তিপত্র ২. অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ ৩. চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮
১১	সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা, পদবি, ইমেইল ও ফোন	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
১২	সেবা প্রাপ্তি/ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা/ সমস্যা / চ্যালেঞ্জসমূহ	মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে শ্রম ও হস্তার্পণ ঠিকাদারের উপস্থিতি, সরকারি বিল গ্রহণ করে শ্রমিকদের সঠিকভাবে অর্থ পরিশোধ না করা, বিনা পরিশ্রমে সরকারি অর্থ প্রাপ্তি ও সিন্ডিকেট তৈরি করে অনৈতিক সুবিধা আদায়, অসামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রমিক দর।
১৩	অন্যান্য	

ঘ) বিদ্যমান সেবা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	সময়/প্রতি ধাপ(দিন/ঘন্টা/ মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	শ্রম-হস্তার্পণ ঠিকাদার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও জারি	১৫-১৬ দিন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ধাপ-২	দরপত্র বিক্রি	২১-২৮ দিন	হিসাবর রক্ষক
ধাপ-৩	দরপত্র দাখিল	১ দিন	দরপত্র ক্রেতা
ধাপ-৪	দরপত্র যাচাই বাছাই	৫-৬ দিন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি
ধাপ-৫	HOPE কর্তৃক সর্বনিম্ন দর অনুমোদন	৭-৮ দিন	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ধাপ-৬	খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পুলিশ বিভাগ কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতার ক্রিমিনাল রেকর্ড যাচাই	১০-১২ দিন	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও থানার ওসি
ধাপ-৭	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককের সাথে সর্বনিম্ন দরদাতর চুক্তি সম্পাদন	১-২ দিন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কৃতকার্য সর্বনিম্ন দরদাতা
ধাপ-৮	ঠিকাদার নিয়োগ আদেশ জারি	১ দিন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ধাপ-৯	ঠিকাদার কর্তৃক গুদামে শ্রমিক সরবরাহ	প্রত্যহ	নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিক ঠিকাদার

ধাপ-১০	শ্রমিক কর্তৃক ডিওগ্রহীতাকে খাদ্যশস্য বিতরণ/ কৃষক-মিলারের নিকট হতে ধান-চাল আনলোড করে গুদামজাতকরণ/ পরিবহন ঠিকাদারের ট্রাকে খাদ্যশস্য লোড করা বা ট্রাক হতে খাদ্যশস্য আনলোড করা	১-২ দিন	গুদাম কর্মকর্তা, গুদামের কর্মচারী ও গুদামে নিয়োজিত শ্রমিকগণ
ধাপ-১১	শ্রমিক ঠিকাদার কর্তৃক দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ	১ দিন	শ্রমিক ঠিকাদার
ধাপ-১২	ঠিকাদার কর্তৃক মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রম বিল তৈরি করে গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা	৩-৪ দিন	শ্রমিক ঠিকাদার
ধাপ-১৩	গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশসহ বিল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ	২-৩ দিন	গুদাম কর্মকর্তা
ধাপ-১৪	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সুপারিশসহ শ্রম বিল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ	২-৩ দিন	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ধাপ-১৫	বিলের সঠিকতা যাচাই	১-২ দিন	হিসাবরক্ষক
ধাপ-১৬	সঠিক হলে বিল অনুমোদন	১ দিন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ধাপ-১৭	জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ	১ দিন	হিসাবরক্ষক
ধাপ-১৮	হিসাবরক্ষণ অফিসে বিল যাচাই	১-২ দিন	অডিটর
ধাপ-১৯	ঠিকাদারের নামে চেক ইস্যু	১ দিন	জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

চ) বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রস্তাবনা:

ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধানের প্রস্তাবনা
১। আবেদনপত্র/ ফরম/ রেজিস্টার/ প্রতিবেদন	-	-
২। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	-	-
৩। সেবার ধাপ	ঠিকাদারের মাধ্যমে বিল পরিশোধের কারণে অনাকাঙ্খিত সময় নষ্ট হয়	ঠিকাদার নিয়োগ প্রথা বাতিল করে সরাসরি শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ করা
৪। সম্পৃক্ত জনবল	-	-
৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবি	০৩ জন গুদাম কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০৩ জন গুদাম কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
৬। আন্তঃঅফিস নির্ভরশীলতা	-	
৭। আইন/বিধি/ প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক মজুরী পরিশোধের বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা	সরাসরি শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ
৮। অবকাঠামো/ হার্ডওয়ার ইত্যাদি	-	-
৯। রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ	-	-
১০। প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি না	না	না
১১। খরচ (নাগরিক+অফিস)	১৫০-২০০ টাকা	১৫০-২০০ টাকা
১২। সময় (নাগরিক+অফিস)	-	-
১৩। যাতায়াত (নাগরিক)	১-২ দিন	১-২ দিন
১৪। অন্যান্য		

ঙ) বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

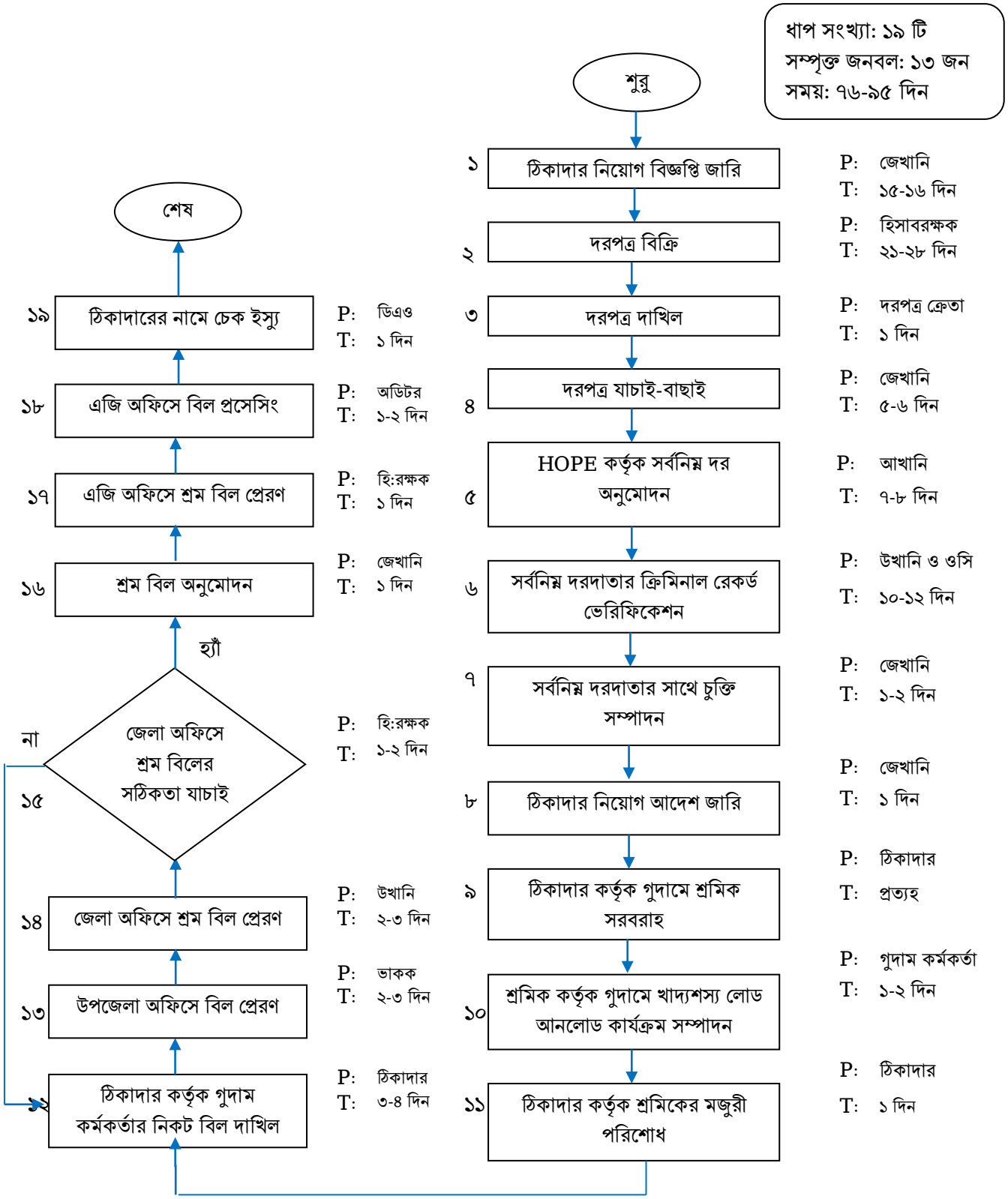

ছ) তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	শ্রম-হস্তার্পণ ঠিকাদার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও জারি		প্রয়োজন নেই
ধাপ-২	দরপত্র বিক্রি		প্রয়োজন নেই
ধাপ-৩	দরপত্র দাখিল		প্রয়োজন নেই
ধাপ-৪	দরপত্র যাচাই বাছাই	ধাপ-১	সরকারি খাদ্য গুদামের লোড-আনলোড কাজের ন্যায্য দর নির্ধারণ
ধাপ-৫	HOPE কর্তৃক সর্বনিম্ন দর অনুমোদন	ধাপ-২	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক দর অনুমোদন
ধাপ-৬	খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পুলিশ বিভাগ কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতার ক্রিমিনাল রেকর্ড যাচাই		প্রয়োজন নেই
ধাপ-৭	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককের সাথে সর্বনিম্ন দরদাতর চুক্তি সম্পাদন	ধাপ-৩	গুদামে কর্মরত ও আগ্রহী নতুন শ্রমিকদের নিবন্ধন করা
ধাপ-৮	ঠিকাদার নিয়োগ আদেশ জারি	ধাপ-৪	শ্রমিকদের পরিচয় পত্র ইস্যু করা
ধাপ-৯	ঠিকাদার কর্তৃক গুদামে শ্রমিক সরবরাহ		প্রয়োজন নেই
ধাপ-১০	শ্রমিক কর্তৃক ডিওগ্রহীতাকে খাদ্যশস্য বিতরণ/ কৃষক-মিলারের নিকট হতে ধান-চাল আনলোড করে গুদামজাতকরণ/ পরিবহন ঠিকাদারের ট্রাকে খাদ্যশস্য লোড করা বা ট্রাক হতে খাদ্যশস্য আনলোড করা	ধাপ-৫	শ্রমিকদের দিয়ে গুদামে খাদ্যশস্য লোড-আনলোডের কাজ করানো
ধাপ-১১	শ্রমিক ঠিকাদার কর্তৃক দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ	ধাপ-৬	গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক পাক্ষিক ভিত্তিতে শ্রমিক মজুরী পরিশোধ
ধাপ-১২	ঠিকাদার কর্তৃক মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রম বিল তৈরি করে গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা	ধাপ-৭	গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক পাক্ষিক ভিত্তিতে শ্রম বিল প্রস্তুত করা
ধাপ-১৩	গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশসহ বিল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ	ধাপ-৮	গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক বিল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ
ধাপ-১৪	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সুপারিশসহ শ্রম বিল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ		
ধাপ-১৫	বিলের সঠিকতা যাচাই	ধাপ-৯	বিলের সঠিকতা যাচাই
ধাপ-১৬	সঠিক হলে বিল অনুমোদন	ধাপ-১০	সঠিক হলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বিল অনুমোদন
ধাপ-১৭	জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ	ধাপ-১১	শ্রমিক বিল উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ
ধাপ-১৮	হিসাবরক্ষণ অফিসে বিল প্রসেসিং	ধাপ-১২	হিসাবরক্ষণ অফিসে বিল প্রসেসিং
ধাপ-১৯	ঠিকাদারের নামে চেক ইস্যু	ধাপ-১৩	গুদাম কর্মকর্তার নামে চেক ইস্যু ও শ্রমিকদের নগদ/বিকাশ/রকেট/ব্যাংক হিসাবে মজুরী পরিশোধ

জ) প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

সেবার নাম: সরকারি খাদ্য গুদামের শ্রম-হস্তার্পণ কাজ পরিচালনা এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী পরিশোধ

ধাপ সংখ্যা: ১৩ টি
সম্পৃক্ত জনবল: ০৭ জন
সময়: ৩২-৪৩ দিন

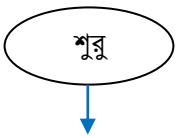

P: জেখানি
T: ১০-১২ দিন

P: আখানি
T: ৬-৭ দিন

P: গুদাম কর্মকর্তা, লেবার সর্দার
T: ৬-৭ দিন

P: উখানি
T: ২-৩ দিন

P: গুদাম কর্মকর্তা
T: প্রত্যহ

P: গুদাম কর্মকর্তা
T: ১-২ দিন

P: ভাকক
T: ১-২ দিন

P: অফিস সহকারী
T: ১-২ দিন

P: উখানি
T: ১-২ দিন

P: অফিস সহকারী
T: ১ দিন

P: অডিটর
T: ১-২ দিন

P: ডিএও, গুদাম কর্মকর্তা

T: ১-২ দিন

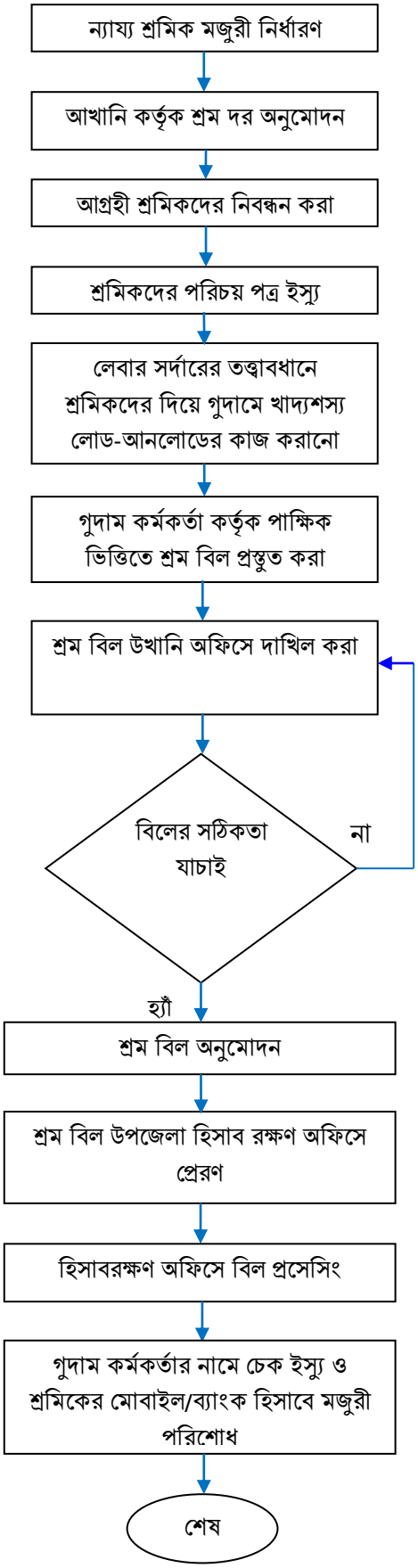
ন্যায্য শ্রমিক মজুরী নির্ধারণ
আখানি কর্তৃক শ্রম দর অনুমোদন
আগ্রহী শ্রমিকদের নিবন্ধন করা
শ্রমিকদের পরিচয় পত্র ইস্যু
লেবার সর্দারের তত্ত্বাবধানে শ্রমিকদের দিয়ে গুদামে খাদ্যশস্য লোড-আনলোডের কাজ করানো
গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক পাক্ষিক ভিত্তিতে শ্রম বিল প্রস্তুত করা
শ্রম বিল উখানি অফিসে দাখিল করা
বিলের সঠিকতা যাচাই
না
হ্যাঁ
শ্রম বিল অনুমোদন
শ্রম বিল উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ
হিসাবরক্ষণ অফিসে বিল প্রসেসিং
গুদাম কর্মকর্তার নামে চেক ইস্যু ও শ্রমিকের মোবাইল/ব্যাংক হিসাবে মজুরী পরিশোধ
শেষ

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	৭৬-৯৫ দিন	৩২-৪৩ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	১-২ দিন	১-২ দিন
যাতায়াত	১-২ বার	১-২ বার
ধাপ	১৯ টি	১৩ টি
জনবল	১৩ জন	০৭ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	-	-

বাস্তবায়ন

ক) বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আনুপূর্বিক বিবরণ

খ) বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

মাইলস্টোন (অর্জন)	একটিভিটি	কে করবে?	মাস (মে/২১-অক্টোবর/২১)					
			মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর
প্রাথমিক প্রস্তুতি	অফিস প্রধান/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, অবহিতকরণ ও লিখিত অনুমতি গ্রহণ	টিম লিডার						
	টিম গঠন	টিম লিডার						
ন্যায্য শ্রমিক মজুরী	এলএসডি ভিত্তিক ন্যায্য শ্রমিক মজুরী নির্ধারণ	টিম লিডার						
	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দর অনুমোদন	মহাপরিচালক						
শ্রমিক নিবন্ধন	লেবার সর্দারের সহযোগিতায় শ্রমিকের তালিকা তৈরি	টিম লিডার+সদস্য						
	শ্রমিকের পরিচয় যাচাই করে নিবন্ধন সম্পন্নকরণ	টিম লিডার+সদস্য						
	শ্রমিকদের জন্য আইডি কার্ড ইস্যু করা	টিম লিডার						
নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু (পাইলট শুরু)	আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু করার জন্য তারিখ ও অতিথি নির্ধারণ করা	টিম লিডার						
	লিফলেট ও পোস্টার বিলি করা	টিম						

		লিডার+সদস্য						
	স্থানীয় ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ব্যবহার করে প্রচারণা	টিম লিডার+সদস্য						
	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু করা	টিম লিডার+সদস্য						
মনিটরিং	মনিটরিং টিম গঠন ও টিমের টিওআর নির্ধারণ	টিম লিডার						
	মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরির জন্য ফরম্যাট/গাইডলাইন তৈরি	টিম লিডার+সদস্য						
মূল্যায়ন	মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন	টিম লিডার						
	মূল্যায়নের জন্য সূচক/ পরিমাপক (মূল্যায়নের ফ্রেমওয়ার্ক) নির্ধারণ	টিম লিডার+সদস্য						
	মূল্যায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বিতরণ	টিম লিডার+সদস্য						
	শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম নিয়ে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরি	টিম লিডার+সদস্য						
	ডকুমেন্ট প্রকাশনা	টিম লিডার						

রিসোর্স ম্যাপ:

খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	**বিবরণ (নাম ও পরিমান)**	**প্রয়োজনীয় অর্থ**	**কোথা হতে পাওয়া যাবে/ অর্থের উৎস**
জনবল	১০ জন	বিদ্যমান জনবল	খাদ্য অধিদপ্তর
কারিগরি যন্ত্রপাতি (আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, অ্যাপস)	-	**-**	-
অন্যান্য (পরিদর্শন, মূল্যায়ন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	১. আইডি কার্ড তৈরি ২. সভা ৩. প্রচারণা ৪.মূল্যায়ন	৫,০০০+ ৫,০০০+১০,০০০+ ১০,০০০ **=৩০,০০০/-**	খাদ্য অধিদপ্তর
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		**৩০,০০০/-**	**খাদ্য অধিদপ্তর**

৪। Digitization of Analog Truck Scale

ট্রাক স্কেলের ওজন নির্ণয় সহজীকরন ইনোভেশন আইডিয়ার ছবিসহ ডকুমেন্টেশন।

সেবা গ্রহণকারী কারা?

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনা এবং ঠিকাদার|

চিহ্নিত সেবা প্রদান করা/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ:

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহিতাদের ভোগান্তি/ সমস্যার কারণে সৃষ্ট ফলাফল
এনালগ ট্রাক স্কেলে একটি ট্রাক ওজন করতে ১০-১৫ মিনিট সময় প্রয়োজন।	র্কাযণালীর ধীরগতির	কালক্ষেপন
কোন যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হলে পুনরায় স্থাপন করা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল।	স্কেলে গাঠনিক কাঠামো	কাজে বিঘ্ন ও ব্যয় বৃদ্ধি
এতে তুলনামূলক বেশি যান্ত্রিক ত্রুটি বিদ্যমান	যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওজন নিনয় ও এ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন	ওজনের সঠিকতা তারতম্য
সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how much, what and why?) এনালগ ট্রাকস্কেল ওজন নিনয় একটি পুরাতন পদ্ধতি। এতে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার দরুন ওজনের সঠিকতা বজায় থাকে না। ফলে ব্যবহারকারী ওজন পরিমাপে সমস্যার সম্মুখীন হয়।		

সমস্যার ভুক্তভোগী কারা?

সুবিধাভোগীরধরণ	পাইলটিংএলাকা	সুবিধাভোগীরসংখ্যা			
		বছর (২০২০)	বছর (২০২১)	বছর (২০২২)	বছর (২০২৩)
ঠিকাদার ও খাদ্য অধিদপ্তরের	বাঘাবাড়ি এল.এস.ডি উপজেলাঃ শাহজাদপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ	শতভাগ	শতভাগ	শতভাগ	শতভাগ

সমাধান প্রক্রিয়া

আইডিয়ার বিবরণ:

এনালগ ট্রাকস্কেলে ওজন নিনয় একটি পুরাতন পদ্ধতি। এতে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার দরুন ওজনের সঠিকতা বজায় থাকে না। ফলে ব্যবহারকারী ওজন পরিমাপে সমস্যার সম্মুখীন হয়। একটি এনালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রুপান্তরিত করতে ০২ টি ধাপে কাজ করা হয়। প্রথমেই এনালগ স্কেলের প্লাটফমের প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সংস্কার করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে Load Cell Platform Scale Mechanical Work, Load Cell, Indicator, Junction Box, Junction Board, Output Cable Regular Scale Software & Computer এ সংযোগ এর মাধ্যমে ডিজিটাল স্কেলে রুপান্তর সম্পন্ন করা হয়।

যান্ত্রিক কাজের ধাপগুরো নিম্নরুপঃ

প্রথম ধাপঃ

১) এইচ বিন, এইচ লোড কলাম অপসারণ করা হয় (গ্রাইন্ডিং মেশিন দ্বারা)।

২) প্লাটফমটিকে (১৯" উচ্চতার ৩৪ ফুট দৈঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থের প্রায় ২০ টন ওজনের) ঠিকা/সাপোট দিয়ে ভাসিয়ে রাখা হয় (ইটের টুকরা ও কাঠের টুকরা দ্বারা)।

৩) ২ ফুট গভীরে ড্রিল করে ১৬ মি: লি: রড ঢুকিয়ে পাথর দিয়ে ঢালাই দিয়ে ১৪"x ১৪"x ১৮" (দৈঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) ৪ কোনায় ৪ টি কলাম তৈরি করা হয়।

৪। ৪ টি লোড সেল ব্যবহার করে প্লাটফমটিকে লোড সেলের উপরে বসানো হয়।

*Life time weighing software ব্যবহার করে লোড সেল সমূহ জাংশন বক্সে Syncronise করা হয়|

* ইন্ডিকেটর ও কম্পিউটারের মাধ্যমে ডিজিটাল weighing Value visible করা হয় এবং প্রিন্টার দ্বারা LUA এবং প্রাপ্তি ওজন প্রিন্ট করা হয়।

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কি?

১) দ্রুত ওজন করা যায়। কাজের গতি বেড়ে যাবে।
২) Print বের করা যায় ।
৩) Data সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে কোন ধরণের পরিস্থিতে পূবের তথ্য পাওয়া সম্ভব।
৪) কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

ঘ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হার্ডওয়্যার/ সরঞ্জমাদি/অবকাঠামো লাগবে?

১. লোড সেল- ২. ওয়েট ইন্ডিকেটর-৩. জাংশন বোড-৪. জাংশন বক্স- ৫. ইন্ডিকেটর অ্যাডাপ্টর-৬. কানেকশন জ্যাক-৭. এসি কড-৮. এম এস লোড সেল প্লেট (2´x2´) -৯. লোড সেল ক্যাবলু-১০. লোড সেল হাই অ্যাডজাস্টমেন্ডবলু -১১. ইন্ডিকেটর সুইচ- ১২. লেসার প্রিন্টার-১৩. আইপ পি এস -১৪. কম্পিউটার , ১৫. Weighing Software.

ঙ. উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে? (সফটওয়্যার তৈরি, ডাটাবেজ তৈরি, এসএমএস বান্ডিল ক্রয় ইত্যাদি)

১. হাডওয়ার সংগ্রহ।
২. কমকতার তত্বাবধানে ডিজিটাল স্কেল মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করানো।
৩. রুপান্তরিত ডিজিটাল ট্রাক স্কেল পরিচালনাকারী কমচারীগণদের প্রশিক্ষণ।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):

	সময়	**মন্তব্য**
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১০-১৫ মিনিট প্রতি ট্রাক	ওজনের সঠিকতা এবং কাজের গতি বৃদ্ধি
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩-৫ মিনিট প্রতি ট্রাক	
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৭-১৫ মিনিট	

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

ইন্টারনাল/অন্তঃস্থ সদস্য:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্ খান শিবলী সাইলো অধীক্ষক সান্তাহার সাইলো, বগুড়া।	মোঃ মেহেদী হাসান মেনন সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী সান্তাহার সাইলো, বগুড়া।	মোসাঃ ফাতেমাতুজ জোহরা সুপারভাইজার সান্তাহার সাইলো, বগুড়া।	হারুন-অর-রশিদ অপারেটর সান্তাহার সাইলো, বগুড়া।

এক্সটারনাল/বহিঃস্থ সদস্য: নেই।

রিসোর্স ম্যাপ:

<table>
<tr><td>খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ</td><td colspan="5">বিবরণ (নাম ও পরিমান)</td><td>প্রয়োজনীয় অর্থ</td><td>কোথা হতে পাওয়া যাবে/ অর্থের উৎস</td></tr>
<tr><td>জনবল</td><td colspan="5">৪ জন</td><td>বিদ্যমান জনবল</td><td>খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফট্ওয়্যার ও কম্পিউটার)</td><td colspan="5"><table>
<tr><td>S.L</td><td>Description</td><td>Quantity</td><td>Unit Price</td><td>Price</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Platform Scale Mechanical Work</td><td>1</td><td>130000</td><td>130000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Load Cell</td><td>4</td><td>48000</td><td>192000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Indicator</td><td>1</td><td>43000</td><td>43000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Junction Box</td><td>1</td><td>8500</td><td>8500</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Junction Board</td><td>1</td><td>10000</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Output Cable</td><td>10</td><td>250</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Regular Scale Software and Computer</td><td>1</td><td>54000</td><td>54000</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Price=</td><td>4,40,000/-</td></tr>
</table></td><td>৪,৪০,০০০/- (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)</td><td>খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td colspan="6">প্রয়োজনীয় মোট অর্থ</td><td>৪,৪০,০০০/- (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)</td><td>খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
</table>

আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম (Gantt chart):

মাইলস্টোন (অর্জন)	একটিভিটি	কে করবে?	মাস (ফেব্রুয়ারি/২১ - মে/২১)			
			ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে
প্রাথমিক প্রস্তুতি	অফিস প্রধান/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, অবহিতকরণ ও মৌখিক অনুমতি গ্রহণ	টিম লিডার				
	টিম গঠন	টিম লিডার				
বাজেট তৈরি ও তহবিল সংগ্রহ	পাইলট করার জন্য বাজেট তৈরি	টিম লিডার				
	সম্পদের সম্ভাব্য উৎসসমূহ সুনির্দিষ্টকরণ	টিম লিডার				
	অর্থ সংগ্রহ	টিম লিডার				
উপকরণ ক্রয়	উপকরণের তালিকা তৈরি	টিম লিডার+সদস্য				
	ক্রয় সভা	টিম লিডার+সদস্য				
	কার্যাদেশ দেওয়া	টিম লিডার				
	মালামাল সরবরাহ ও গ্রহণ করা	সরবরাহকারী+ টিম লিডার				
মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ	প্লাটফর্মস্কেলের প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক কাজ Load Cell, Indication Junction Box, Junction Board, Computer, Weiging Software & Printer এর সংযোগ স্থাপন।	নিধারিত ডিজিটাল স্কেল মেরামত কারী প্রতিষ্ঠান				
নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান	আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু করার জন্য তারিখ ও অতিথি নির্ধারণ করা	টিম লিডার				

শুরু	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু করা	টিম লিডার+সদস্য				
মনিটরিং	মনিটরিং টিম গঠন ও টিমের টিওআর নির্ধারণ	টিম লিডার				
	মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরির জন্য ফরম্যাট/গাইডলাইন তৈরি	টিম লিডার+সদস্য				
মূল্যায়ন	মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন	টিম লিডার				
	মূল্যায়নের জন্য সূচক/ পরিমাপক (মূল্যায়নের ফ্রেমওয়ার্ক) নির্ধারণ	টিম লিডার+সদস্য				
	মূল্যায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বিতরণ	টিম লিডার+সদস্য				
	শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম নিয়ে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরি	টিম লিডার+সদস্য				
	ডকুমেন্ট প্রকাশনা	টিম লিডার				

প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা প্রেরণের পত্র , ১২ জানুয়ারি/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাইলো অধীক্ষকের কার্যালয়
সান্তাহার সাইলো
খাদ্য অধিদপ্তর, বগুড়া।
www.dgfood.gov.bd

নং-১৩.০১.০০০০.৩০১.৫৫.০০৫.১৯.৫২ তারিখঃ ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ

প্রাপকঃ পরিচালক(প্রশাসন),
খাদ্য অধিদপ্তর,
১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিস্টেম এ্যানালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়াক ইউনিট)

বিষয়ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি এল.এস.ডির এন্যালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রুপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ।

সূত্রঃ ১২/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জুম মিটিং-এর নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানাচ্ছি যে, Innovation Idea "Digitization of Analog Truck Scale-ট্রাকস্কেলের ওজন নির্ণয় সহজীকরণ" এর আওতায় পাইলটিং এলাকা হিসেবে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি এল.এস.ডির এন্যালগ ট্রাকস্কেলটি নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত এন্যালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রুপান্তরের জন্য নিম্নোক্ত যন্ত্রাংশ ও কার্যসম্পাদনের জন্য মোট ৪,৪০,০০০/- (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার প্রয়োজনঃ

S.L	Description	Quantity	Unit Price	Price
1	Platform Scale Mechanical Work	1	130000	1,30,000/-
2	Load Cell	4	48000	1,92,000/-
3	Indicator	1	43000	43,000/-
4	Junction Box	1	8500	8,500/-
5	Junction Box	1	10000	10,000/-
6	Output Cable	10	250	2,500/-
7	Regular Scale Software and Computer	1	54000	54,000/-
			Total Price=	4,40,000/-

এমতাবস্থায়, Innovation Idea টির পাইলটিং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ৪,৪০,০০০/- (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি এবং "Digitization of Analog Truck Scale-এর কর্মপরিকল্পনা এতদ্সংগে প্রেরণ করছি।

১২/০১/২২
(মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ খান শিবলী)
সাইলো অধীক্ষক
silo.stu@dgfood.gov.bd
ফোন নং- ০৭৪১-৬৯৪৮৩

সংযুক্তঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা।

Page 1 of 8

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অর্থের মঞ্জুরী প্রদান। ৯ ফেব্রুয়ারি/২০২১

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

জরুরি

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪৩

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: **সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি এলএসডির এনালগ ট্রাক স্কেলকে ডিজিটাল ট্রাক স্কেলে রূপান্তর জন্য ইনোভেশন আইডিয়া পাইলট আকারে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রদান।**

সূত্র: সাইলো অধিক্ষকের কার্যালয় সান্তাহার সাইলো, বগুড়া এর স্মারক নংঃ ১৩.০১.০০০০.৩০১.৫৫.০০৫.১৯.৫২ তারিখঃ ১২/০১/২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি এল এস ডির এনালগ ট্রাক স্কেলকে ডিজিটাল ট্রাক স্কেলে রূপান্তর জন্য একটি ইনোভেশন আইডিয়া পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ইনোভেশন আইডিয়া পাইলটিংয়ের বিষয়ে সাইলো অধিক্ষক, সান্তাহার সাইলো, বগুড়া প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪,৪০,০০০/- (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা অর্থ বরাদ্দ দানের জন্য আবেদন করেছেন।

সহজিকরণ/উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য অর্থের চাহিদার খাতভিত্তিক বিবরণ:

S.L	Description	Quantity	Unit Price	Price
1	Plat Form Scale Mechanical Work	1	1,30,000	1,30,000
2	Load Cell	4	48,000	1,92,000
3	Indicator	1	43,000	43,000
4	Junction Box	1	8,500	8,500
5	~~Junction Box~~ Board	1	10,000	10,000
6	Output Cable	10 mt	250	2,500
7	Regular Scale Software and Computer	1	54,000	54,000
			Total Price	4,40,000

বর্ণিত উদ্যোগটি পাইলোটিং এর জন্য সাইলো অধিক্ষক সান্তাহার সাইলো, বগুড়াকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো এবং একই সাথে পাইলটিংয়ের নিম্নবর্ণিত ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪,৪০,০০০/- (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক কোড নং-১৪৮০২০১১৩০২২০-৩২৫৭১০৫ উদ্ভাবন ব্যয় খাতে নিম্নবর্ণিত কার্যালয়ের অনুকূলে এবং নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা'র আর্থিক মঞ্জুরী মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জ্ঞাপন করা হয়:

১

পরিচালক, হিসাব ও অর্থ কর্তৃক বরাদ্দপত্র। ১৬ ফেব্রুয়ারি/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রদান, ক্রয় এবং একত্রিকরণ শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬২১.১৮.১৫৯

তারিখ: ৩ ফাল্গুন ১৪২৭
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: **কোড নং-১৪৮০২০১-১৩০২২০-৩২৫৭১০৫-উদ্ভাবন ব্যয় খাতে অর্থ বরাদ্দ**

সূত্র: কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-৪৩, তারিখ-০৯/০২/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ১৪৮-খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সাধারণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচলন কোড নং-১৪৮০২০১-১৩০২২০ এর অর্থ অর্থনৈতিক কোড নং-৩২৫৭১০৫-উদ্ভাবন ব্যয় খাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য আপনার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হলো।

কোড নং	খাতের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন ব্যয়	৪,৪০,০০০/- (চার লাখ চল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র।
	মোট=	৪,৪০,০০০/- (চার লাখ চল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র।

উল্লেখ্য যে, বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্যাদি অত্র দপ্তরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। একইসাথে বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারি প্রচলিত বিধি-বিধান পালন সাপেক্ষে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

১৬-২-২০২১
মোঃ শেখ আসাদুজ্জামান
সহকারী উপ-পরিচালক

সাইলো অধীক্ষক
সান্তাহার সাইলো, বগুড়া

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬২১.১৮.১৫৯/১(৪)

তারিখ: ৩ ফাল্গুন ১৪২৭
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। বরাদ্দপত্রটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।
২) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
৩) উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আদমদীঘি, বগুড়া।
৪) অফিস কপি।

চিত্র কনভার্সন কার্যক্রমের প্রাথমিক অবস্থা

চিত্র ভূতপূর্ব এনালগ ট্রাকস্কেলের মেকানিক্যাল ডায়াল গেজ।

চিত্র ভূতপূর্ব এনালগ স্কেলের নাইফেস

চিত্র এনালগ স্কেলের যান্ত্রিক কাঠামো অপসারণ

চিত্র লোডসেল স্থাপন

চিত্র ডিজিটাল ট্রাকস্কেলের কম্পিউটার ও প্রিন্টার, কর্ম সম্পাদন শেষে ডিজিটাল ট্রাক্সকেল

১২. Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা
মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্ খান শিবলী	সাইলো অধীক্ষক	সান্তাহার সাইলো, বগুড়া।	01552306405	sbl4004@yahoo.com	বাঘাবাড়ি এল.এস.ডি উপজেলাঃ শাহজাদপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ

১৩. মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
এফ এম মিজানুর রহমান	পরিচালক, পউকা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১২৭৫৩৪১১	didts@dgfood.gov.bd

আইডিয়া রেপ্লিকেশন:

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান

উদ্যোগের শিরোনাম:

এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

বর্তমানে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে কোন সিল প্রদান করা হয় না। পিএফডিএস খাতে যথা: টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। পাটের বস্তা পুন:ব্যবহারযোগ্য বিধায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের সরকারি সিলমোহরকৃত খালিবস্তা ধান-চালের ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালিবস্তা চাল/গম বস্তাবন্দিকরণে ব্যবহারের ফলে প্রায়শঃ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বস্তায় বিতরণকৃত সিল/বিতরণ চিহ্ন না থাকায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তা এবং গুদামের হিসাবভুক্ত খাদ্যশস্যের বস্তার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা যায় না।

খ. গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের সময় অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ থাকে।

গ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও এলএসডি কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রায়শঃ ভুল বোঝাবুঝি/বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ঘ. খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালি বস্তায় বেসরকারী পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদ রাখা সংক্রান্ত অযাজিত সমস্যা সমাধানে খাদ্য বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সরকারি মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হয়।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

ডি.ও গ্রহীতা কর্তৃক খাদ্যশস্যের সরবরবাহ নেয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত যান গুদামের লোডিং ডকে প্লেস করা হয়। এলএসডির শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা ট্রাক/যানে বোঝাইকালে রাবার স্ট্যাম্প ও কাঠের দ্বারা তৈরি বড় সিলে অমোচনীয় লাল কালি/রং লাগিয়ে প্রত্যেক বস্তার গায়ে **'বিতরণকৃত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, বিতরণ খাতের নাম'** এর সিল প্রদান করা হয়। সিলের আকার ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

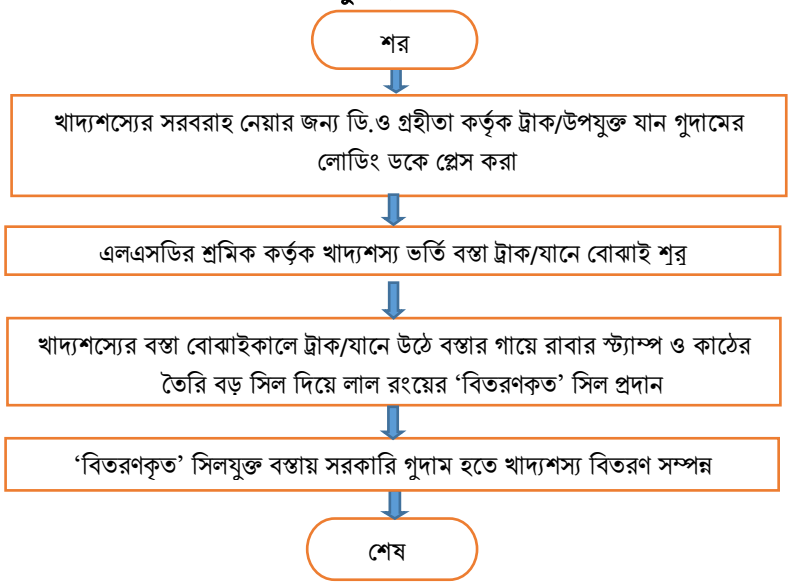

পাইলটিং এলাকা ও সময়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি।

সময়: ডিসেম্বর/২০১৯- জুন/২০২০ খ্রি:।

ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৮-১০ ঘন্টা	৫০০০-৬০০০ টাকা	২-৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০.২০-০.৫০ ঘন্টা	৫-১০ টাকা	০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৭.৫-৮ ঘন্টা	৪৯৯৫-৫৯৯০ টাকা	২-৩ বার
অন্যান্য সুবিধা (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) খাদ্য গুদামের সরকারি হিসাবভুক্ত খাদ্যশস্য ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তাভর্তি খাদ্যশস্যের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। ২) গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ নেই। ৩) আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্য বিভাগ ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না। ৪) সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।		

উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

ক) 'বিতরণকৃত' সিল তৈরি:

হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেমের সাথে 'বিতরণকৃত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, বিতরণ খাতের নাম' লিখা সম্বলিত রাবার স্ট্যাম্প উন্নতমানের গাম দিয়ে লাগিয়ে 'বিতরণকৃত' সিল তৈরি করা হয়।

রাবার স্ট্যাম্পের পরিমাপ: ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রাবারের থিকনেস- ০৭ মি.মি.। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার: 'বিতরণকৃত'- ০২ সে.মি. এবং এলএসডির নাম, খাতের নাম- ১.৫ সে.মি।

রাবার স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেম: ৮.২৫ ইঞ্চি × ৪.২৫ ইঞ্চি। রাবার স্ট্যাম্প উন্নত মানের গাম দিয়ে কাঠের ফ্রেমের সাথে লাগানো হয়। সিল তৈরির খরচ স্থানভেদে ১৫০০-২০০০ টাকা।

খ) অমোচনীয় কালি/রংয়ের বিবরণ:

১/২ লিটার রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ২ লিটার ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল কালি/রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়। তৈরিকৃত কালি/রংয়ের মিশ্রণ ১-২ দিন ব্যবহার করা যায়।

গ) কালি/রংয়ের খরচ:

ক্র.নং	আইটেমের নাম	খরচের পরিমাণ (প্রতি লিটার/টাকা)
১	রেড হান্ড্রেড তরল	৪০০/-
২	ফ্লেক্সো থিনার	১৭০/-
মোট		৫৭০/-

রেড হান্ড্রেড তরল ২৫ লিটার ক্যানে (১০,০০০/-) বিক্রি হয় এবং ফ্লেক্সো থিনার ১৬৫ লিটার ড্রামে (২৮,০০০/-) বিক্রি হয়।

ঘ) কিভাবে বস্তায় সিল প্রদান করা হয়:

খাদ্যশস্য ডেলিভারী নেয়ার জন্য আগত ট্রাক/যানে খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা বোঝাইকালে ট্রাক/যানে উঠে একজন নির্ধারিত শ্রমিক বস্তার গায়ে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করেন।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে ক্রয় করা হবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	খন্ডকালীন শ্রমিকের মাধ্যমে বস্তায় বিতরণকৃত সিল প্রদান (দৈনিক ৪০০ টাকা, পাইলট ব্যাসিসে মার্চ মাসে ১০ দিন+এপ্রিল মাসে ০৬ দিন+ মে মাসে ১০ দিন+ জুন মাসে ২০ দিন মোট ৪৬ দিন)	৪০০ টাকা × ৪৬ দিন = ১৮,৪০০/-	স্থানীয়ভাবে
বস্তুগত	১) ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন ধরনের ০৬টি সিল তৈরি ২) পাইলটিং কাজে ব্যবহারের জন্য খাতভিত্তিক ১০টি সিল তৈরি ৩) ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন ধরনের রং ক্রয় ৪) পাইলটিং কাজে ব্যবহারের জন্য ২৫ লিটার রেড হাড্রেড রং ক্রয় (৪০০ টাকা/লিটার) ৫) ৫০ লিটার ফ্লেক্সো থিনার ক্রয় (১৭০ টাকা/লিটার) ৬) ট্রে, ফোম ক্রয় (০২ সেট)	১০,০০০+২০,০০০+৪,০০০+১০,০০০+৮,৫০০+১,০০০ = ৫৩,৫০০/-	স্থানীয় বাজার; পুরানা পল্টন, ঢাকা; নরসিংদী
অন্যান্য	সিল ও রংয়ের অনুসন্ধান এবং সিল প্রদানের প্রক্রিয়া দেখার জন্য ইনোভেশন টিমের সদস্যদের নরসিংদী ও ঢাকা গমণ	৫,০০০/-	-
	পাইলটিং ভিডিও তৈরি	২৫,০০০/-	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		**১,০১,৯০০/-**	

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ আবু কাউছার সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ মইনুল ইসলাম ভূঞা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ভূইয়া খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
সুবীর নাথ চৌধুরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮	subir31st@gmail.com

মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com

সিলের নমুনা (১৪টি খাত হবে)

বিতরণকৃত
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি
খাদ্যবান্ধব

বিতরণকৃত
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি
ওএমএস

প্রাপ্তি স্থান:

সিল: যে কোন জেলা শহরের রাবার স্ট্যাম্প তৈরির দোকানে বানানো যাবে। অথবা এস.এ সাইন, ২৭/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭২৬-৬৮২১৪৫। **কালি/রং:** মাহিন এন্টারপ্রাইজ, ৫৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা। মোবাইল নম্বর: ০১৯১১-৪১০২০৮।

উদ্যোগ বাস্তবায়নের চিত্র

চিত্র: কাঠের ফ্রেমের সাথে রাবার স্ট্যাম্প যুক্ত করে বানানো বিতরণকৃত স্টেনসিল

চিত্র: অমোচনীয় লাল কালির মিশ্রণ তৈরি ও স্টেনসিল প্রদানের সরঞ্জামাদি

চিত্র: ট্রাকে ওঠে বিতরণকৃত স্টেনসিল মার্ক প্রদান ও বিতরণকৃত স্টেনসিল মার্কযুক্ত চালের বস্তা বোঝাই গাড়ি

চিত্র-৫: বিতরণকৃত স্টেনসিল মার্কযুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচির চালের বস্তা

উদ্যোগ সারাদেশে রেপ্লিকেশনের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের জারিকৃত পরিপত্র:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

নম্বর: ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১.১৭.৪

তারিখ: ৫ ভাদ্র ১৪২৭
২০ আগস্ট ২০২০

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত বস্তায় খাতভিত্তিক "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, রং ক্রয় এবং শ্রমিক মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে খাদ্য বিভাগের মাঠপর্যায়ে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্য অধিদপ্তরের গত ১০.০২.২০২০খ্রি. তারিখের ৭০নং পরিপত্র অনুযায়ী পিএফডিএস খাতে টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিলিকৃত বস্তার গায়ে **'বিতরণকৃত'** স্টেনসিল মার্ক প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তর হতে গত ০৬/০৮/২০২০খ্রি. তারিখের ৫৯৭নং স্মারকে সরকারি খাদ্য গুদাম হতে ডি/ও মূলে ডিলারকে চাল সরবরাহ দেওয়ার পূর্বে বস্তার গায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির জন্য বিতরণকৃত সিলমোহর প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে মাঠপর্যায়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে। এক্ষণে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তা দেখে সহজে বিতরণের খাত ও সময়কাল চিহ্নিত করার জন্য **'বিতরণকৃত'** সিলে **খাতের নাম** ও **সাল** সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায়, **"বিতরণকৃত"** স্টেনসিল মার্ক তৈরির সরঞ্জামাদি-সিল, রং, ট্রে, সাদা গাম (Acrylate Polymer), ফোম, ব্রাশ ইত্যাদি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং বর্ণিত কাজের শ্রমিক মজুরি পরিশোধ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

(১) গুদাম থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ দেওয়ার প্রাক্কালে প্রতিটি বস্তার গায়ে নমুনা অনুযায়ী খাতভিত্তিক অমোচনীয় লাল রংয়ের "বিতরণকৃত" স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে; স্টেনসিলটি অবশ্যই কম্পিউটার কম্পোজ করতে হবে; কোন অবস্থাতেই অমোচনীয় রং ব্যতিত অন্য কোন রং ব্যবহার করা যাবে না;

(২) স্টেনসিলটি হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেম (৮.৬ ইঞ্চি X ৪.৫ ইঞ্চি) ও রাবার স্ট্যাম্পে (৮ ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি) দ্বারা তৈরি করতে হবে; কোন অবস্থাতেই এ পরিমাপের চেয়ে ছোট করা যাবে না;

(৩) ১/২ লিটার রেড হাড্ডেড রংয়ের সাথে ২ লিটার ফ্রেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল কালি/রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করতে হবে এবং ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার স্ট্যাম্পে ছাপ দিয়ে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় স্টেনসিল মার্ক প্রদান করতে হবে;

(৪) স্টেনসিলটিতে নমুনা অনুযায়ী **"বিতরণকৃত"** শব্দটির অক্ষরসমূহ ২ সে.মি এবং তার নিচে **"এলএসডির নাম", "খাতের নাম"** ও **"সন"** ১.৫ সে.মি হতে হবে;

(৫) সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় **"বিতরণকৃত"** স্টেনসিল মার্ক প্রদান কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় স্টেনসিল সরঞ্জামাদি ও রং বা অমোচনীয় কালি ক্রয় বাবদ যাবতীয় ব্যয় কোড নং-৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল খাত থেকে সরকারি বিধি মোতাবেক ব্যয় নির্বাহ করা হবে। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং সিএসডি কার্যালয়সমূহের অনুকূলে উক্ত কোডে বাজেট সংস্থান রয়েছে;

(৬) সরকারি গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় খাতভিত্তিক 'বিতরণকৃত' সিল প্রদানের জন্য একটি এলএসডি/সিএসডির জন্য বছরভিত্তিক (Calender year) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাতভিত্তিক সিল তৈরি করতে হবে। তবে এলএসডি/সিএসডি'র কাজের পরিধি অনুসারে সিলের সংখ্যা কম/বেশি হতে পারে;

(৭) স্টেনসিল প্রদান কাজ **"শ্রম হস্তার্পণ ঠিকাদার দ্বারা নিয়োজিত শ্রমিকদের দ্বারা"** পূর্ব নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত কাজ হিসেবে এ কাজ সম্পুক্ত করে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ কাজের জন্য সরকার নির্ধারিত ব্যয় প্রদান করা হবে, যা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তীতে জানানো হবে; সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যয় কোড নং-৩২৫৪১০৬-খাদ্য খালাস ব্যয় খাত হতে নির্বাহ করতে হবে; শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত বিল সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মনিটরিং করবেন; এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিককে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;

(৮) নিম্নোক্ত নমুনা মোতাবেক স্টেনসিল তৈরি করতে হবে, নিম্নে স্টেনসিলের খাতভিত্তিক ২টি নমুনা প্রদান করা হলো:

সিল প্রদানের পর

(৯) নমুনায় প্রদত্ত দুটি খাত ছাড়াও অন্যান্যখাত যেমন- ওএমএস, বিশেষ ওএমএস, ভিজিডি, জিআর, পুলিশ রেশন, বিজিবি রেশন, সেনাবাহিনী, কাবিখাসহ আরও অন্যান্য খাতভিত্তিক **"বিতরণকৃত"** স্টেনসিল তৈরি করতে হবে (পরিশিষ্ট-'ক');

(১০) এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে খাতভিত্তিক **"বিতরণকৃত"** স্টেনসিল প্রদান না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০২। উদ্যোগের শিরোনাম: খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।

০১। সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

বোরো বা আমন সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যবহার্য পরিমাণ খালি বস্তায় এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুদামে নিয়োজিত শ্রমিকদের দিয়ে 'সংগ্রহ মৌসুম ও এলএসডির নাম' সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন। এলএসডির নাম সম্বলিত নির্দিষ্ট সংখ্যক খালি বস্তা চুক্তিবদ্ধ মিল মালিক তার মিলে নিয়ে যান এবং মিলের নাম, ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করে বস্তাভর্তি চাল এলএসডিতে সরবরাহ করেন।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ:

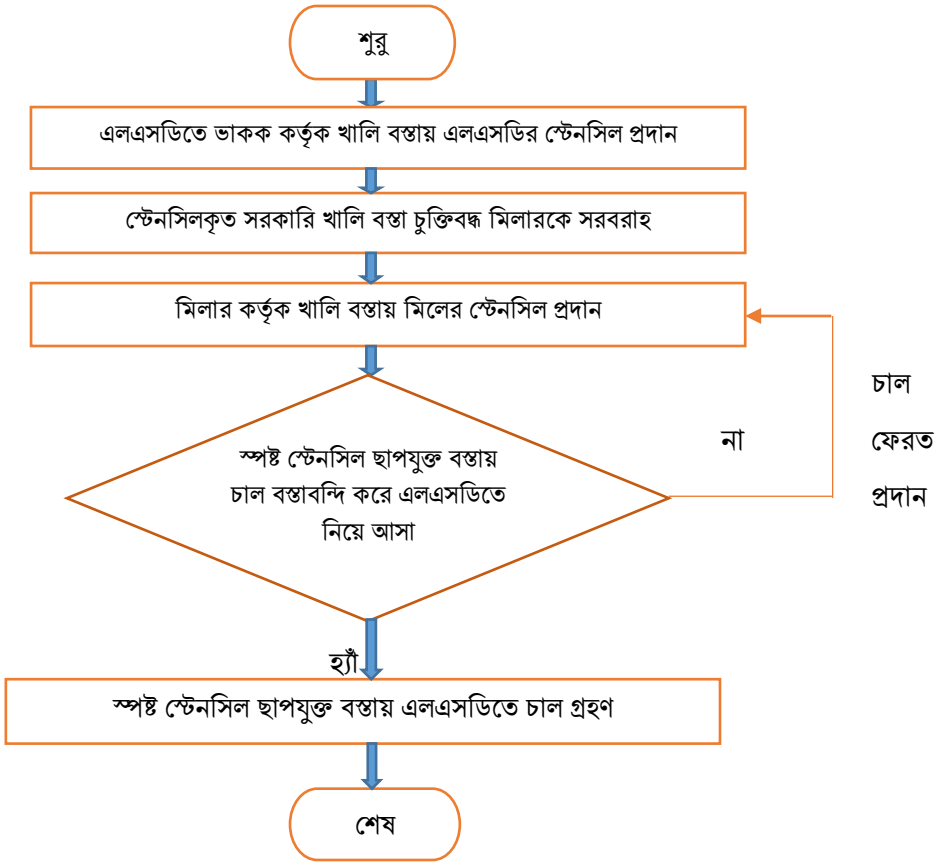

০২। বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. টিনের মধ্যে অক্ষর লিখে স্টেনসিল বানানো হয় বিধায় বস্তায় প্রদত্ত স্টেনসিল স্পষ্ট হয়না।

খ. স্টেনসিলের রং লেপ্টে যায়/ দীর্ঘস্থায়ী হয়না।

গ. প্রায়শঃ বস্তার স্টেনসিল দেখে চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম ও সংগ্রহ মৌসুম সনাক্ত করা যায় না।

ঘ. এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মিলারকে একই বস্তায় আলাদাভাবে স্টেনসিল প্রদান করতে হয় অর্থাৎ একই প্রকৃতির কাজ দুইবার করা হয়, ফলে সময় বেশি লাগে।

০৩। সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ: ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার ১.২৫ ইঞ্চি - ১.৫ ইঞ্চি। পানির মধ্যে সবুজ পাউডার রং ও লিকুইড সাদা গাম মিশিয়ে রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। একটি টেবিলে খালিবস্তা রেখে তার উপর (খাদ্য অধিদপ্তরের লোগে সম্বলিত বস্তার অপরপিঠ) স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেমটি রাখা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করা হয়। স্টেনসিল দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়। মিলার নিজ খরচে তার মিলের জন্য ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করেন এবং নিজের মিলে এলএসডি হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিল ও এলএসডির ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ (স্ক্রিন প্রিন্ট) প্রদান করেন।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

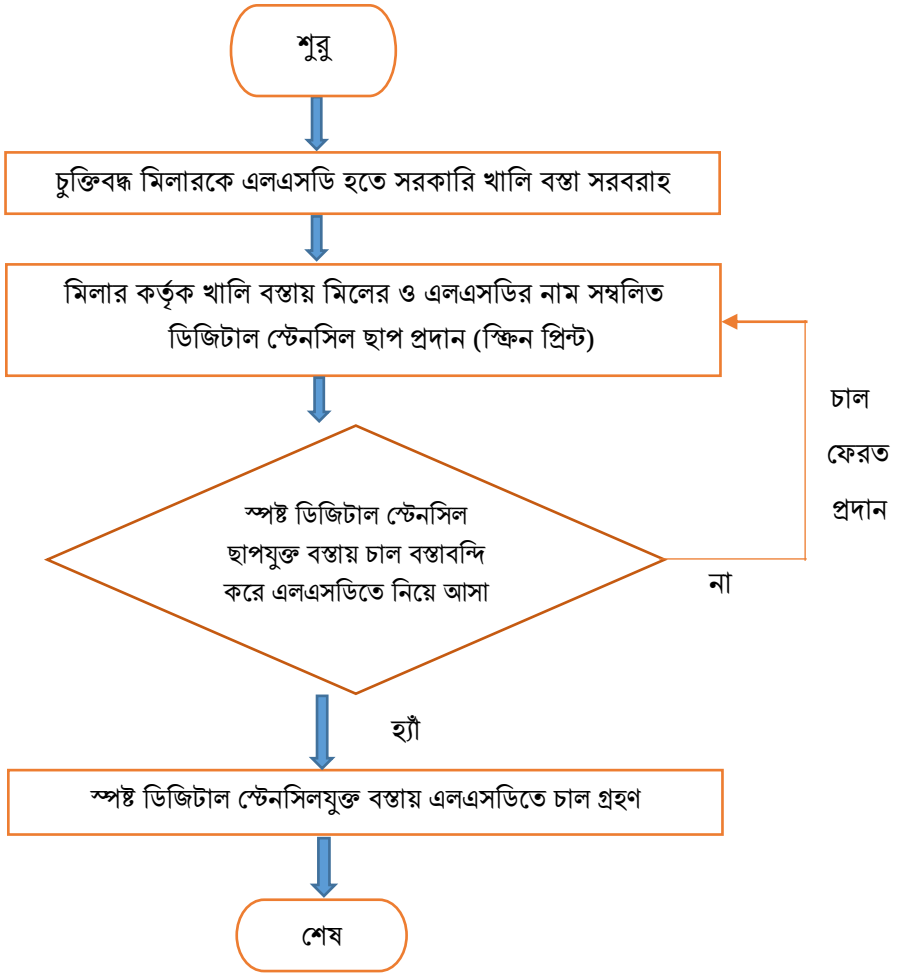

০৪। পাইলটিং এলাকা ও সময়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার সকল মিল এবং আশুগঞ্জ উপজেলাধীন ১১টি অটোমেটিক রাইস মিল।

সময়: আমন/১৯-২০ সংগ্রহ মৌসুম।

০৫। ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৫-৬ ঘন্টা (এলএসডিতে ও মিলে প্রায় ১০০০ পিস বস্তায় স্টেনসিল প্রদান)।	৫০০-৬০০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২-৩ ঘন্টা	৫০০-৬০০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২-৩ ঘন্টা	একই	একই
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) চাল সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল থাকে। ২) স্টেনসিলের রং দীর্ঘস্থায়ী হয়। ৩) বস্তার স্টেনসিল দেখে সহজেই চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম, সংগ্রহ মৌসুম, উৎপাদনের সময় সনাক্ত করা যায়। ৪) সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।		

০৬। উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

ক) ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম তৈরি ও ছাপ প্রদান:

কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপার লাগিয়ে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ: ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার ১.২৫ ইঞ্চি - ১.৫ ইঞ্চি। একটি টেবিলে খালিবস্তা রেখে তার উপর (খাদ্য অধিদপ্তরের লোগে সম্বলিত বস্তার অপরপিঠ) স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেমটি রাখা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করা হয়।

খ) টেকসই রংয়ের মিশ্রণ তৈরির প্রক্রিয়া:

০৫ লিটার পানির সাথে ৩০ গ্রাম সবুজ রংয়ের পাউডার (মিনা রং) এবং ১৫০ মি.লি. সাদা গাম মিশিয়ে ৬০০-৭০০ পিস খালি বস্তায় স্টেনসিল প্রদানের জন্য রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। মিশ্রিত রং ০৩-০৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

গ) স্টেনসিলের খরচ (১০০০ পিস বস্তা):

ক্র.নং	আইটেমের নাম	খরচের পরিমাণ (টাকা)
১	স্ক্রিন প্রিন্টসহ ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম	৬০০/-
২	রং (৫০ গ্রাম)	৫০/-
৩	গাম (২৫০ গ্রাম)	১০০/-
৪	পানি	-
মোট		৭৫০/-

প্রতি পিস বস্তায় স্টেনসিল প্রদানের জন্য গড়ে রংয়ের খরচ- ৩০ পয়সা।

ঘ) স্টেনসিল কে, কোথায় প্রয়োগ করবে:

চালের বরাদ্দপ্রাপ্ত রাইস মিলার তার মিলে সরকারি বস্তায় স্টেনসিল প্রয়োগ করবে।

ঙ) গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিলারের চাল জমাদান নিশ্চিতকরণ:

খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহকৃত বস্তায় বস্তা উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর লিখা থাকে। চুক্তিবদ্ধ রাইস মিলারকে গুদাম হতে বস্তা সরবরাহের সময় বস্তা উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর খামাল কার্ড/রেজিস্টারে লিখে রাখা হয়। মিলার চাল জমাদানের সময় বস্তার গায়ে উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর ক্রসচেক করে গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় চাল জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

০৭। উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে ক্রয় করা হবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	বিদ্যমান	-	-
বস্তুগত	১) স্ক্রিন প্রিন্টযুক্ত ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম ও রাবারযুক্ত কাঠের হ্যান্ডেল ক্রয় (০২ সেট) ২) সবুজ পাউডার রং (৫০০ গ্রাম) ৩) সাদা গাম (০২ লিটার)	২,০০০+৫০০+১,০০০ = ৩,৫০০/-	সিদ্দিক বাজার, ঢাকা
অন্যান্য	সবুজ রংয়ের মিশ্রণ তৈরি ও ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ প্রদানের প্রক্রিয়া কর্মকর্তা এবং চালকল মালিকদের মধ্যে ডেমনস্ট্রেশন	৪,০০০/-	-
	পাইলটিং ভিডিও তৈরি	২৫,০০০/-	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		**৩২,৫০০/-**	

০৮। উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিদ্যমান নীতিমালা/ আইন/ সার্কুলারে পরিবর্তন:

খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্টেনসীর প্রদানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদে বলা আছে "খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি/সিএসডি ও জেলার নামসহ সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন) স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে মিলারকে বস্তা সরবরাহ করতে হবে। মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে মিলার বস্তার অপরপিঠে নিচের দিকে মিলের নাম সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করবেন। স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা কোন গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।"

নীতিমালায় পরিবর্তন প্রয়োজন *(অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদ):*

*"মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, **উভয় ক্ষেত্রে মিলার খাদ্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত** বস্তার অপরপিঠে মিলের নাম, উপজেলা, সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন), এলএসডি/সিএসডি, জেলার নাম ও **উৎপাদনের সময় সম্বলিত স্ক্রিন প্রিন্টের তৈরি ডিজিটাল** স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (মূল অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে ১.২৫-১.৫ ইঞ্চি) প্রদান করবেন। **ডিজিটাল** স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি কোন বস্তা গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।"*

৯। উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ আবু কাউছার সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ মইনুল ইসলাম ভূঞা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ভূইয়া খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

১১. Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
সুবীর নাথ চৌধুরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭২৩-৭৭৯১৪৮	subir31st@gmail.com

১২. মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
মোঃ মাহবুবুর রহমান	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা (প্রাক্তন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম)	০১৭১৫-৭৭২৯৪৮	rcfctg@gmail.com

স্টেনসিলের নমুনা

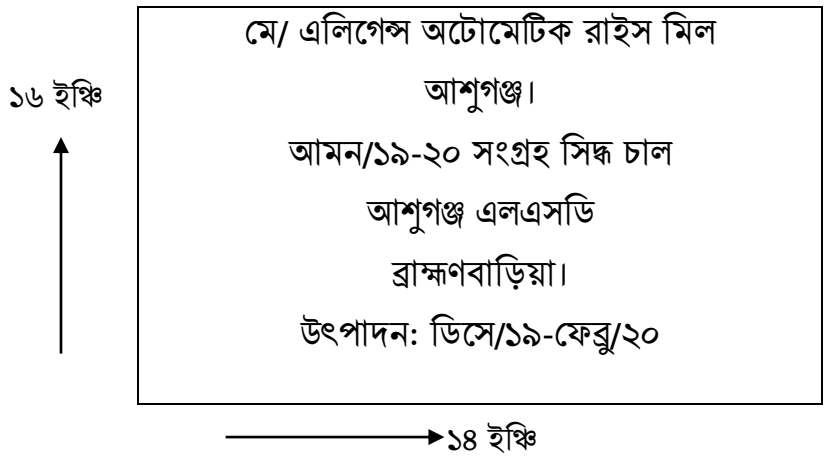

প্রাপ্তি স্থান:

বিভাগীয় শহরের কম্পিউটার/প্রেস ও রংয়ের দোকান **অথবা** নবীন এন্টারপ্রাইজ, প্রোপাইটর: এইচ.এম শহিদুল ইসলাম (সুমন), ঠিকানা: ৬৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-১০০০, মোবাইল: ০১৭১১-১২৩৪১৪, ০১৭০৪-১৮৬৬০৩।

উদ্যোগ বাস্তবায়নের চিত্র:

বিদ্যমান পদ্ধতি:

চিত্র-১: বিদ্যমান পদ্ধতির স্টেনসিল

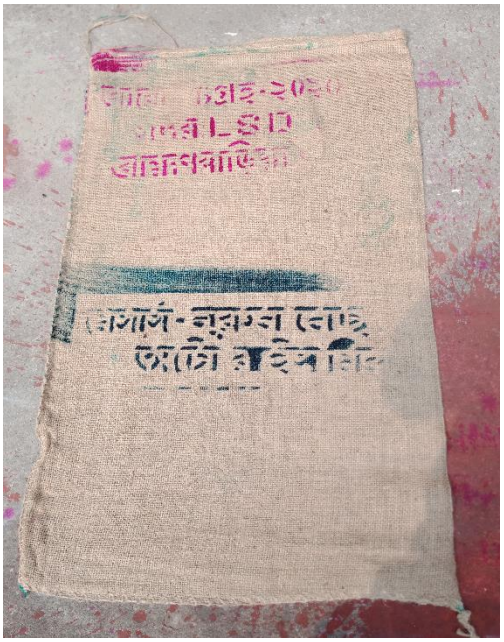

চিত্র-২: বিদ্যমান পদ্ধতির স্টেনসিলযুক্ত চালের বস্তা

উদ্ভাবিত পদ্ধতি:

চিত্র-১: উদ্ভাবিত পদ্ধতির স্ক্রিনপ্রিন্ট স্টেনসিল ফ্রেম এবং রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডল

চিত্র-২: পানির মধ্যে সবুজ রং ও সাদা গাম মিশিয়ে অমোচনীয় সবুজ রংয়ের মিশ্রণ তৈরি

চিত্র-৩: বস্তায় ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান কার্যক্রম ও ডিজিটাল স্টেনসিলযুক্ত খালিবস্তা

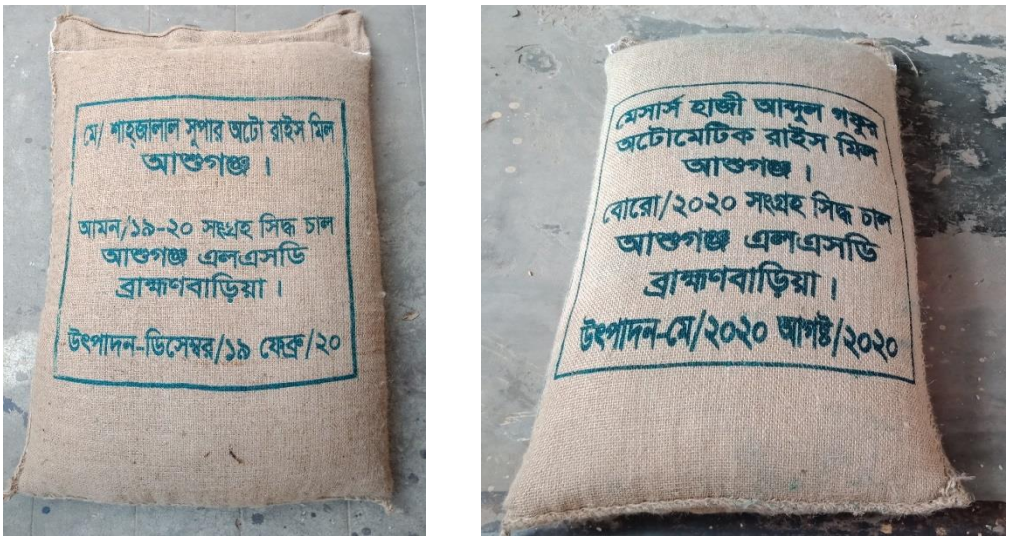

চিত্র-৪: মিলার কর্তৃক সরবরাহকৃত ডিজিটাল স্টেনসিলযুক্ত চালের বস্তা

উদ্যোগ সারাদেশে রেপ্লিকেশনের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের জারিকৃত পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য ভবন, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.১০০.৩২.০১২.১৬.৩২৮

০১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭
তারিখ:----------
১৬ নভেম্বর ২০২০

পরিপত্র

বিষয়: চাল সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫. ০০৭.১৭.২১৪ নং স্মারক ও ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩. ৩৫.০০৭.১৭.২১৫ নং স্মারকে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদ "মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে মিলার এলএসডি/সিএসডি হতে সরবরাহকৃত খাদ্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত বস্তার অপরপিঠে মিলের নাম, উপজেলার নাম, সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন), সিদ্ধ/আতপ চাল, এলএসডি/সিএসডি, জেলার নাম ও উৎপাদনের সময় সম্বলিত স্ক্রিন প্রিন্টের তৈরি ডিজিটাল স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে ১.২৫-১.৫ ইঞ্চি) প্রদান করবেন। ডিজিটাল স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা কোন গুদামে গ্রহণ করা যাবে না" মর্মে সংশোধন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদের সংশোধনীর আলোকে চাল সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

(১) কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন), সিদ্ধ/আতপ চাল, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করতে হবে;

(২) স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ হবে ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। স্টেনসিলের লিখার মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার হবে ১.২৫-১.৫০ ইঞ্চি;

(৩) কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপার কাঠের ফ্রেমে সংযুক্ত করে ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম তৈরি করতে হবে। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর রং ঢেলে রাবার যুক্ত কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করতে হবে;

(৪) স্টেনসিল ছাপ প্রদানের জন্য অমোচনীয় সবুজ রং/কালি ব্যবহার করতে হবে। ০৫ লিটার পানির সাথে ০২ চা চামচ (প্রায় ৩০ গ্রাম) সবুজ পাউডার রং ও ১৫০ মি.লি. সাদা গাম (Acrylic polymer) মিশিয়ে অমোচনীয় সবুজ রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা যেতে পারে। সবুজ রং ব্যতীত অন্য কোন রং/কালি ব্যবহার করা যাবেনা;

(৫) খাদ্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত বস্তার অপরপিঠে ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ প্রদান করতে হবে। বস্তার উপর স্টেনসিল ফ্রেমটি রেখে স্ক্রিনপ্রিন্টের উপর সবুজ রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবারযুক্ত কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করতে হবে;

(৬) চুক্তিবদ্ধ মিলার নিজ খরচে তার মিলের জন্য ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করবেন এবং এলএসডি হতে সরবরাহকৃত খালি বস্তায় মিল ও এলএসডির ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন;

(৭) চুক্তিবদ্ধ মিলারকে গুদাম হতে খালি বস্তা সরবরাহের সময় ক্রয়কারী কর্মকর্তা বস্তা উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম খামাল কার্ড ও রেজিস্টারে লিখে রাখবেন এবং মিলারের নিকট হতে চাল জমা নেয়ার সময় বস্তার গায়ে জুট মিলের নাম ক্রসচেক করে গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় চাল জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

(৮) কোন ক্রয়কেন্দ্রের উপজেলায়/নিকটবর্তী এলাকায় বস্তা প্রিন্ট করার সুবিধা থাকলে, চুক্তিবদ্ধ মিলার ইচ্ছে করলে উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে বস্তায় স্ক্রিনপ্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল প্রিন্ট করে নিতে পারবেন;

(৯) নিম্নোক্ত নমুনা মোতাবেক চাল সংগ্রহের ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করতে হবে:

স্টেনসিল প্রদানের পর

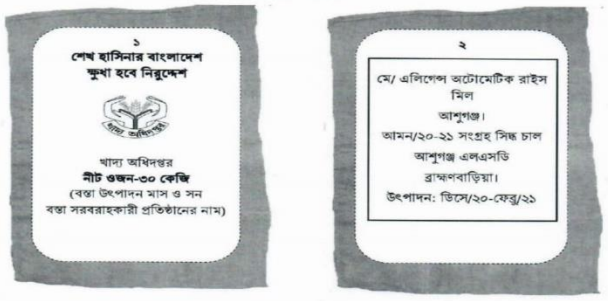

(১০) "খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদানের নির্দেশিকা" পরিপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হলো। এছাড়া, সংগ্রহের বস্তায় ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ প্রদানের ব্যবহারিক কৌশলের ভিডিও খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের নিচের দিকে "ফটো ও ভিডিও" অংশে অথবা www.youtube.com এ খাদ্য অধিদপ্তরের চ্যানেল "cnu_dgfood" এ অনুসন্ধান করে ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে;

(১১) ডিজিটাল স্টেনসিল ব্যতীত বস্তায় চাল সংগ্রহ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক।

বিতরণ:
১) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) খাদ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪) প্রধান মিলার, সরকারী ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৬) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল) .....।
৭) সাইলো অধীক্ষক (সকল) .....।
৮) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (পরিপত্রটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
৯) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল) .....।
১০) চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা।
১১) ব্যবস্থাপক (সকল) ..... সিএসডি।
১২) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল) .....।
১৩) এসএন্ডএমও (সকল)..... এলএসডি।
১৪) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল) ..... এলএসডি।
১৫) অফিস কপি।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী উদ্ভাবকগনকে খাদ্য সংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ পুর্বক প্রতিবেদন :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০১/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখের ১৫৭ নং স্মারকে জারীকৃত পত্রের মতে ০৫/০৩/২০২১ খ্রি: থেকে ০৯/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ড. সালমা মমতাজ, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) এর নেতৃত্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী উদ্ভাবকগন খাদ্য সংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ।

জনাব ড. সালমা মমতাজ, টিম মেন্টর এবং অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) নেতৃত্বে উদ্ভাবক টিমের সদস্যদের উপস্থিতিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস, কক্সবাজার এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে এক মত বিনিময়/নলেজ শেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খাদ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের সার্বিক কার্যক্রমসহ মাঠ পর্যায়ে ইনোভেশন এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন । টিম মেন্টর ইনোভেশন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন । খাদ্যশস্য ক্রয়, বিতরণ কার্যক্রম সহ অন্যান্য দিক তুলে ধরেন যাতে করে উপকার ভোগীরা খুব সহজে কম সময়ে কম খরচে মান সম্মত সেবা পেতে পারেন ।

চিত্রঃ উদ্ভাবক টিম কর্তৃক কক্সবাজার খাদ্য গুদাম পরিদর্শন

পরবর্তীতে টিমের মেন্টর, দলনেতাসহ সকল সদস্য কক্সবাজার খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করেন। খাদ্য গুদামে সংরক্ষিত অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ক্রয় এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের গুনগতমান, খালি বস্তার ওজনের সঠিকটা যাচাই করেন ।

- গুদামের ভিতরে মামলায় আটক কৃত কিছু খাদ্যশস্য পড়ে থাকতে দেখা যায় যা এখনই সরকারি বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিতরণ না করলে খাদ্যশস্যগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে । টিমের মেন্টর ও দলনেতা খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা কে আটক কৃত খাদ্যশসের করনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ পত্র লিখতে অনুরোধ করেন ।

নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচীর আওতায় শরনার্থী ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার অফিস পরিদর্শন করা হয় । কমিশনার রোহিঙ্গা শরনার্থী ও প্রত্যাবাসন বিষয়ে বিস্তারিত টিমের সামনে তুলে ধরেন।

চিত্রঃ শরনার্থী ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ে মত বিনিময় সভা ও রোহিঙ্গা শরনার্থীদের ব্যবহৃত কার্ড

মিয়ানমার হতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক্রঃ নং	বিষয়/কার্যক্রম	বিবরণ/বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা	২০১৬ সালের পর হতে (৯৬%) ৮,৩০,৯৩৮ জন, ১,৮২,২২৮ পরিবার	২৫ আগষ্ট ২০১৭ খ্রি: এর পর হতে ৮,৩০,৯৩৮ জন আশ্রয়প্রার্থী প্রবেশ করেছে যা মোট আশ্রয়প্রার্থীর ৯৬%। তন্মধ্যে নারী ৪,৪৭,৪৪২ জন (৫২%) ও পুরুষ ৪,১৯,০১৫ জন (৪৮%)
২	প্রতিবছরে নতুন জন্ম নেয়া শিশুর হার	৩০,৪৩৮ জন	ইউএনএইচসিআর এর পপুলেশন সীট অনুযায়ী
৩	আশ্রয়পার্থীদের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ত্রান সহায়তা প্রদান	**বিশ্বখাদ্য সংস্থা** ৮,৫৮,৪০১ (জেনারেল ফুড ডিষ্ট্রিবিউশন ১,৭৩,৮৪০ ই-বাউচার ৬,৮৪,৫৬১) **আইসিআরসি** ৪৪,০৭০ জন	ক) জেনারেল ফুড ডিষ্ট্রিবিউশানের আওতায় বর্তমানে বিশ্বখাদ্র কর্মসূচী কর্তৃক ১-৩ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল, ৯ কেজি ডাল ও ৩ লিটার ভোজ্য তেল (১৬,৯৭৮ পরিবার), ৪-৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার প্রতি ৬০ কেজি চাল , ১৮ কেজি ডাল ও ৬ লিটার ভোজ্য তেল (২০,৪২৩ পরিবার) এবং ৮-১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৯০ কেজি চাল, ২৭ কেজি ডাল ও ৯ লিটার ভোজ্য তেল (৩,৯১৮ পরিবার), এবং ১১+ সদস্য বিশিস্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ১২০ কেজি চাল, ৩৬ কেজি ডাল এবং ১২ লিটার ভোজ্য তেল । খ) ই-ভাউচার স্কীমের আওতায় সুবিধাভোগিরা ১৬ টি নির্দিস্ট দোকান হতে পছন্দ মাফিক খাদ্যসামর্গী সংগ্রহ করতে পারে । এ ক্ষেত্রে জনপ্রতি দৈনিক ২১০০ কিলোক্যালরী সমপরিমান হিসেবে প্রতিজনের জন্য মাসিক ৯৭৬.০৫ টাকা হারে বরাদ্ধ করা হয় । গ) আইসিআরসি ক্যাম্প-২১ এবং ক্যাম্প ২২ এ ৮,৬১৪ পরিবারে ৪৪,০৭০ জনকে খাদ্য সরবরাহ করে । ১-২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ২৫ কেজি চাল, ৪ কেজি ডাল, ২.৫ কেজি ছোলা, ২ কেজি চিনি, ০.৫ কেজি লবন, ও ৩ লিটার ভোজ্য তেল, ৩-৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৫০ কেজি চাল, ০৮ কেজি ডাল, ৫ কেজি ছোলা, ৪ কেজি চিনি, ৬ লিটার ভোজ্য তেল ও ১ কেজি লবন এবং ৮ এবং ৮+ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ১০০ কেজি চাল, ১৬ কেজি ডাল, ১০ কেজি ছোলা, ৮ কেজি চিনি, ২ কেজি লবন এবং ১২ লিটার ভোজ্য তেল ।

সূত্র : শরনার্থী ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়

মত বিনিময় সভা পরবর্তী রোহিঙ্গা শরনার্থীদের আবাসস্থল ও কার্ডের মাধ্যমে কিভাবে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় তা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । সরেজমিন পরিদর্শন কালে দেখা যায় রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য নির্ধারিত খাদ্য তালিকা হতে প্রয়োজন মত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করছেন । যারা বয়স্ক তাদের খাদ্যশস্য বহনে সহায়তা করা হচ্ছে । পাহাড়ের ডালে অবস্থিত ছোট ঘর গুলো বর্ষাকালে পাহাড় ধসের কারনে ভেঙ্গে যেতে পারে বলে উপস্থিত শরণার্থীরা জানিয়েছেন ।

- রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জানিয়েছেন খাদ্যদ্রব্য পর্যাপ্ত পেলেও পরিধেয় বস্ত্র তারা পাচ্ছেন না । কারন কোন সংস্থা হতেই তাদের পরিধেয় বস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে না । অনেকে এক কাপর পড়ে দিনযাপন করছেন । ফলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ।

চিত্রঃ রোহিঙ্গা শরনার্থীদের তাদের ব্যবহৃত কার্ড দিয়ে চাল অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করছেন

উদ্ভাবক টীমের সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে পুষ্টিচাল কার্যক্রম (স্কেলিং-আপরাইসফরটিফিকেশন) দেখার জন্য বান্দরবনের ডব্লিউএফপি স্থানীয় অফিস পরিদর্শন করেন । ডব্লিউএফপি এর তত্তাবধানে স্থানীয় ভাবে কিভাবে কার্নেল মিশানো হচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণ করেন। ডব্লিউএফপি এর কর্মকর্তারা কার্নেল মিশানো চাল কিভাবে রান্না করতে হয় এবং মাঠ পর্যায়ে কিভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় সে বিষয়ে টিমের সদস্যদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

পুষ্টিচাল কার্যক্রমের (স্কেলিং-আপরাইসফরটিফিকেশন) প্রাথমিক লক্ষ্য হল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অপুষ্টি হ্রাস করণে তাদের মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ চাল বিতরণ করা । পুষ্টি চালে ভিটামিন এ, আয়রন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন বি১,ফলিক এসিড ও জিংক নামক ছয় টি অনুপুস্টি রয়েছে শরীরের অপুষ্টি হ্রাস করতে সহায়তা করে। পুষ্টি চালের কনা স্বাদে ও রান্নার প্রক্রিয়া সাধারনচালের মত হলেও এতে প্রয়োজনীয় পুস্টিগুন অনেক বেশি । সাধারণ চালের সাথে পুস্টি চালের কনা/কার্নেল মিশ্রণের অনুপাত একঃ একশত ।

চিত্রঃ রাইস ফর্টিফিকেশ প্রজেক্ট এবং চাম্বি অটো রাইস মিল পরিদর্শন

- নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থায়নে এবং Royal DSM এর কারিগরি সহায়তায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথ ভাবে এই কর্মসূচি পালন করছে।
- বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (Social Safety Net) এর আওতায় হতদরিদ্র নারী ও তাদের পরিবারকে পুস্টিচাল বিতরণ করছে। এছাড়া স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে পুষ্টি চালে রান্না করা ভাত এবং পোশাক শ্রমিকদের মাঝে পুস্টি চাল সরবরাহ করা হয় ।
- পুষ্টি চালের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারের অনুমোদন নিয়ে ডব্লিউএফপি স্থানীয় চাল উৎপাদন কারিদেরকে পুষ্টি চালের কনা/কার্নেল তৈরি, কার্নেল এর মিশ্রণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে । বেসরকারি পর্যায়ে দুটি কার্নেল তৈরির ইউনিট এবং ত্রিশটি পুষ্টি চাল মিশ্রণ ইউনিট থেকে বছরে প্রায় ৯০০ মেট্রিক টন কার্নেল এবং ২০০,০০০ মেট্রিক টন পুষ্টি চাল উৎপাদিত হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর কতৃক বাস্তবায়নাধীন " আধুনিক খাদ্য সংরক্ষনাগার নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় দেশের ছয় (৬) বিভাগে ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ টি ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে । ইতোমধ্যে চট্রগ্রাম, খুলনা, বরিশাল,রংপুর ও সিলেট এ ৫ টি ল্যাব বিল্ডিং এর নীচতলা নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। উদ্ভাবক টীমের সদস্যরা চট্রগ্রাম ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন । চট্রগ্রাম ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি এর বাকি কাজ অতি শীঘ্রই সমাপ্ত করে উদ্ভাবন করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ।

চিত্রঃ চট্রগ্রাম ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি

উদ্ভাবক টীমের সদস্যরা চট্রগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। চট্রগ্রাম বন্দর দিয়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে চাল ও গম আমদানি করা হয়। চট্রগ্রাম বন্দরের পাশেই চট্রগ্রাম সাইলো অবস্থিত যেখানে সরকারিভাবে আমদানিকৃত গম মজুদ করে রাখা হয়। উদ্ভাবক টীমের সদস্যরা সরকারিভাবে আমদানিকৃত গম জাহাজ থেকে কিভাবে সরাসরি সাইলোতে পাঠানো হয় সে বিষয়টি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষন করেন। পরবর্তীতে টিমের সদস্যরা চট্রগ্রাম সাইলো পরিদর্শন করেন। সাইলো সুপার সাইলোতে গম কিভাবে সংরক্ষণ, ওজন মাপা, চলাচল করা, আদ্রতা মাপা হয় এই সকল বিষয়সহ কারিগরি দিকগুলি টিমের সামনে তুলে ধরেন । এছাড়া সুপার সাইলোর কিছু সমসসার কথাও টিমকে জানান ।

চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ স্লাইড প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে চট্রগ্রাম বন্দরের ইতিহাস, ঐতিজ্য, আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন দিক উদ্ভাবক টীমের সামনে তুলে ধরেন । বিদেশ হতে আমদানিকৃত চাল ও গম খালাস করতে যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয় সে বিষয় গুলো টিমকে জানান । পরবর্তীতে উদ্ভাবক টীমের সদস্যরা জাহাজ থেকে মালামাল উঠানামা করানো সহ বন্দরের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন।

<u>সুপারিশ সমুহঃ</u>

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী উদ্ভাবকগন খাদ্য সংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহ করেনঃ

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (**Social Safety Net**) এর মাধ্যমে সারা বছর ধরে পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় চাল বিতরণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ । কারন বর্ষাকালে নদীতে পানি থাকে বলে চাল সহজে সরবরাহ করা যায় কিন্তু শীত কালে নদী শুকিয়ে গেলে মানুষের মাথায় করে চাল পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় সরবরাহ করা হয়। ফলে বিতরণ খরচ অনেক বেড়ে যায় । বিতরণ খরচ কমানো এবং জনগনের জন্য চালের প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য দুর্গম এলাকায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা যেতে পারে ।
- চট্রগ্রাম সাইলো এলাকায় সরকারি আবাসনের ব্যবস্থা নেই বলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বাহিরে অবস্থান করেন । অনেক সময় সারা রাত ধরে জাহাজ থেকে চাল/গম নামানো হয় । ফলে রাত গভীরে কর্মচারীরা বাড়ি ফিরতে পারেন না । সাইলো এলাকায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এতে করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্ভোগ লাগোব হবে বলে তারা জানান ।
- বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (**Social Safety Net**) এর মাধ্যমে হতদরিদ্র নারী ও তাদের পরিবারকে পুস্টি চাল বিতরণ করা হয়। কিন্তু বিতরণের পূর্বে উপকার ভোগীদের পুস্টি চাল বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। ফলে পুস্টি চাল বিষয়ে উপকার ভোগীদের মাঝে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে বলে জানা যায় । এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাস্তবায়নাধীন এলাকার পুষ্টি অবস্থা এবং কর্মসূচির সুবিধা ও অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য একটি পরিপূর্ণ গবেষণা করা যেতে পারে
- রোহিঙ্গাদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করে আন্তজার্তিক সংস্থার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মাঝে বিতরণ করা হয় । ফলে দেশের মোট চালের চাহিদা বেড়ে যায়। স্থানীয় ভাবে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের জন্য চালের চাহিদার পরিমাণ ও সরবরাহ বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ গবেষণা করা যেতে পারে । ফলে দেশের চালের মোট উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ, আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃতি বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ধারনা পাওয়া যাবে । এতে করে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে ।

এছাড়া রোহিঙ্গাদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হলেও কোন সংস্থা তাদের মাঝে পরিধেয় বস্ত্র বিতরণ করেন না । ফলে অনেকে এক কাপড় কিংবা ছেড়া কাপড় পড়ে থাকেন । তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য তারা জাতীয় ও আন্তজার্তিক সংস্থার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
			১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৮-২০২০	১৪-৮-২০২০	১৮-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২					
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	২	১			
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৫	১০		
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	২	২০	১৫	১০		

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			আয়োজন								
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	১৯-৩-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৮	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং) আয়োজন	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
			৭.২ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৭.২.১ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	–
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৭	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৭	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	৩০ (জন)	৩	৩	২	১	-	-
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	৩০ (জন)	২	১০	৮	৬	৪	২
১০	তথ্য বাতায়নহালনাগাদ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	করণ		সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	হালনাগাদকৃত							
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৫-২০২১
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০২০	২০-১০-২০২০	২৪-১০-২০২০	২৮-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	৩	২	১	-	-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			প্রদান								
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
			১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৮-২০২০	১৪-৮-২০২০	১৮-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২					
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৫	১০	-	-
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৫	১০	-	-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			আয়োজন								
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	১৯-৩-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	৩	২	১	-	-
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	১০	৮	৬	৪	২
১০	তথ্য বাতায়নহালনাগাদ করণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৫-২০২১
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০২০	২০-১০-২০২০	২৪-১০-২০২০	২৮-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	৩	২	১	-	-
১৪		৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন		৪	২০-০৫-	২৫-৫-	৩১-৫-	১০-৬-	১৫-৬-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা		উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	প্রকাশিত	তারিখ		২০২১	২০২১	২০২১	২০২১	২০২১
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা: ২০২০-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৮	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৫	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রূপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৮-২০২০	১৪-৮-২০২০	১৮-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২					
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২৫	২০	১৬	১২	৮
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২৫	২০	১৬	১২	৮

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন		(জন)						
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	১৯-৩-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৭	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	২৫	২০	১৬	১২	৮
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	২৫	২০	১৬	১২	৮
১০	তথ্য	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য	নিয়মিত	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	বাতায়নহালনাগাদ করণ		তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	(%)						
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৫-২০২১
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০২০	২০-১০-২০২০	২৪-১০-২০২০	২৮-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০১৯	২৪-১২-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	০২	০১	-	-	-
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১